Photoshop Xclusive Tips

অটোমেটিক স্ক্রলের মাধ্যমে ই-বুক পড়া / রিড়ের জন্যঃ

আপনার ই-বুক বা pdf রিডারের Menu Bar এর View অপশনটি তে ক্লিক করে Auto /Automatically Scroll অপশনটি সিলেক্ট করুন (অথবা সরাসরি যেতে ⇨ Ctrl + Shift + H)। এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে ক্লিক করে আপনার পড়ার সুবিধা অনুসারে স্ক্রল স্পীড ঠিক করে নিন।

মাত্র ৮ টাকায় পাসপোর্ট সাইজের ৬ কপি অথবা স্ট্যাম্প সাইজের ২০ কপি ছবি প্রিন্ট করা সম্ভব

বিভিন্ন ধরনের আবেদন ফর্মের সাথে আমাদের ছবি সংযোজন করতে হয় । যারা চাকুরির জন্য আবেদন করতে থাকেন তাদের যে কত কপি ছবি লাগে তার কোন হিসাব নেই । সাধারনত স্টুডিও হতে প্রতি কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রিন্ট দিতে দশ টাকা খরচ হয় । এই হিসাবে যাদের বেশি ছবির দরকার তাদের খরচের পরিমাণটাও অনেক ব্যাপক । তাই একটু বুদ্ধি করলেই এই খরচ অনেক কম হয় । মাত্র ৮ টাকায় পাসপোর্ট সাইজের ৬ কপি অথবা স্ট্যাম্প সাইজের ২০ কপি ছবি প্রিন্ট করা সম্ভব । এই কাজটি আপনাকে নিম্নরূপে করতে হবে ।

১) প্রথমে আপনার পিসির হার্ডড্রাইভে আপনার ছবিটি সংরক্ষণ করুন।

২) ফটোসপ ওপেন করুন ।

৩) Ctrl+O চেপে আপনার ছবিটি ওপেন করুন ।

৪) Ctrl+A এবং Ctrl+C চাপুন ।

৫) Ctrl+N চাপুন।

৬) পাসপোর্ট সাইজের জন্য –

Name: PP

Width: 1.5 inches

Height: 1.8 inches

Resolution: 200 pixels/inches

আর স্ট্যাম্প সাইজের জন্য –

tanbircox.blogspot.com

Name: S

Width: 0.75 inches

Height: 1 inch

Resolution: 200 pixels/inches

মানগুলো লিখে ok করুন।

৭) Ctrl+V চাপুন এবং Ctrl+T চাপুন। অত:পর ছবিটির সাইজ ঠিক করুন ।

৮) Ctrl+A এবং Ctrl+C চাপুন ।

৯) Ctrl+N চাপুন।

১০) 4R এর জন্য-

Name: 4R

Width: 4 inches

Height: 6 inches

Resolution: 200 pixels/inches

লিখে ok করুন ।

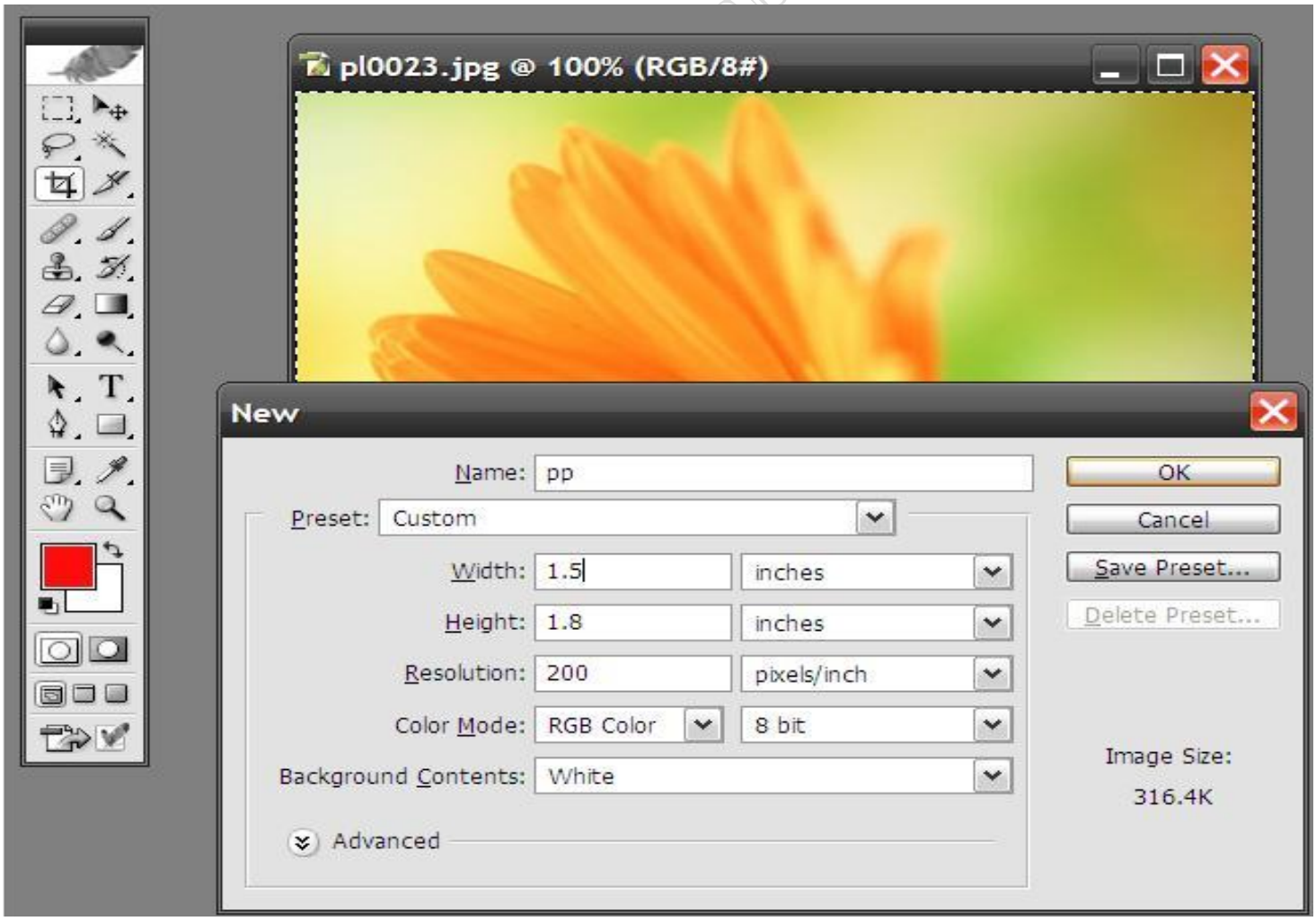

১১) Ctrl+V চাপুন । এই ছবিটিকে ড্রাগ করে বাম দিকের উপরে কোনায় সাজান । এরপর Ctrl+Alt চেপে ছয়টি ছবি ড্রাগিং করে সাজান । প্রতিটি ছবির মাঝে কিছু পরিমাণ ফাকা জায়গা রাখতে হবে ।

১২) Jpeg ফরমেটে ছবিটিকে Save As করুন।

১৩) এই 4R ছবিটি যেকোন ল্যাবে (স্টুডিও বাদে) মাত্র আট টাকা খরচে আপনি প্রিন্ট করতে পারবেন । আর পেয়ে যাবেন ছয় কপি ছবি ।

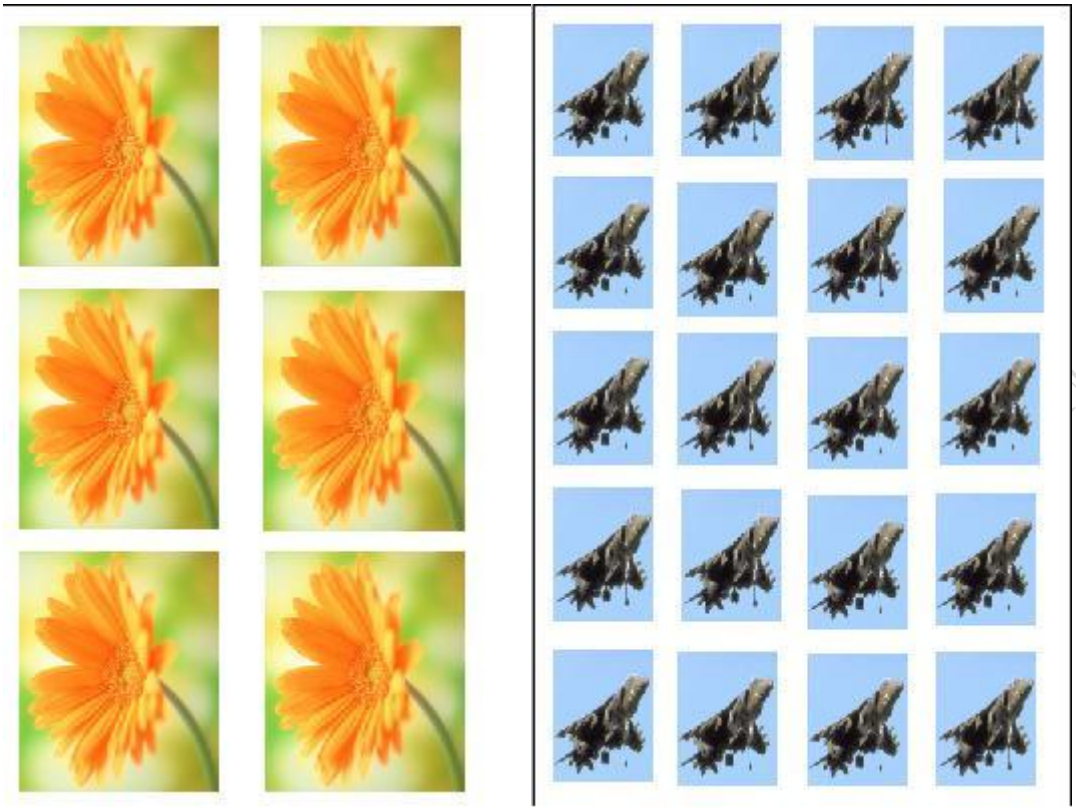

tanbircox

চোখের পলকে কোটি কোটি ইমেজ রিসাইজ করার ফটোশপীয় কায়দা

যাই হোক মূল টপিকে ফিরে আস যাক। তো আমাদের ডিজিটাল ক্যামেরায় বা মোবাইলে তোলা হাই রেজুলেশানের কাজে একসাথে হাজার হাজার ছবি রিসাইজ করার প্রয়োজন পড়তে পারে। এক্ষত্রে সিঙ্গেল ফাইলকে নিয়ে খুব দ্রুত কাজ করতে গেলেও প্রতি ইমেজে ৩০ সেকেন্ড করে লাগবে, তাহলে এবার হিসেব করতে বসে যান ১০,০০০ হাজার ছবি এডিত করতে কতক্ষন লাগবে.....৩০০০০০ সেকেন্ড /৬০সেকেন্ড= ৫০০০ হাজার মিনিট মানে প্রায় ৪ দিন একটানা :O :O কিন্তু ফটশপের একটা একশানের মাধ্যমে আপনি মাত্র কয়েক মিনিটে সেই কাজ গুলো করে ফেলতে পারবেন।

যা করতে হবেঃ

১. নির্বাচিত ছবিসমূহকে একটা আলাদা ফোল্ডারে নিন

২. এবার ফটোশপ ওপেন করুন

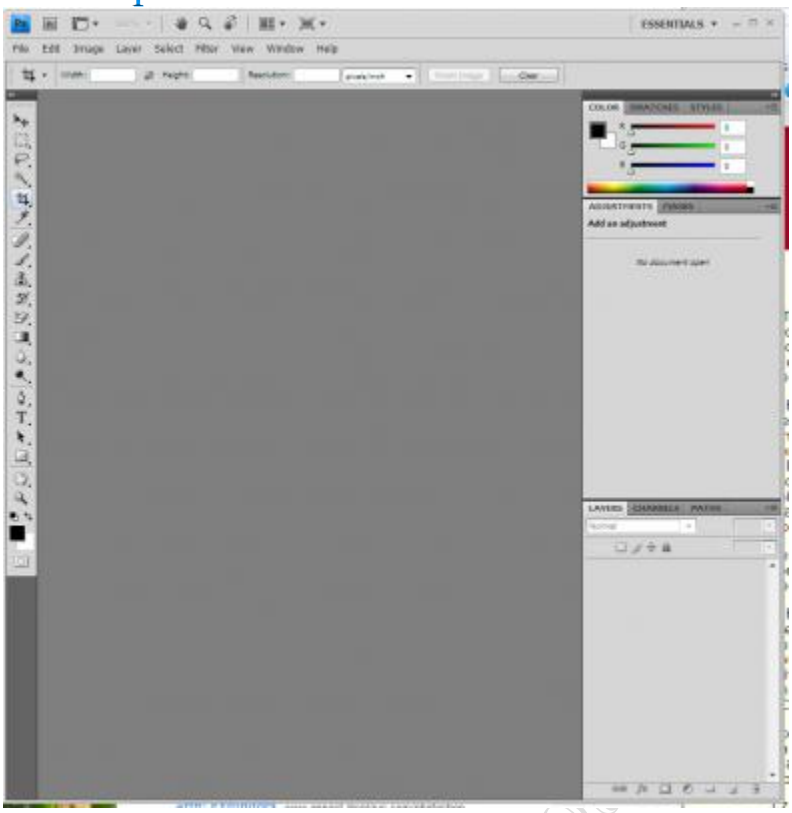

৩. কোনকিছু ওপেন না করে File মেনু থেকে Scripts এ যান

অথবা সর্টকাট চাপুন কি-বোর্ড থেকে Alt+F+R চাপুন

৪. ইমেজ প্রসেসর(Image Processor) এ ক্লিক করুন

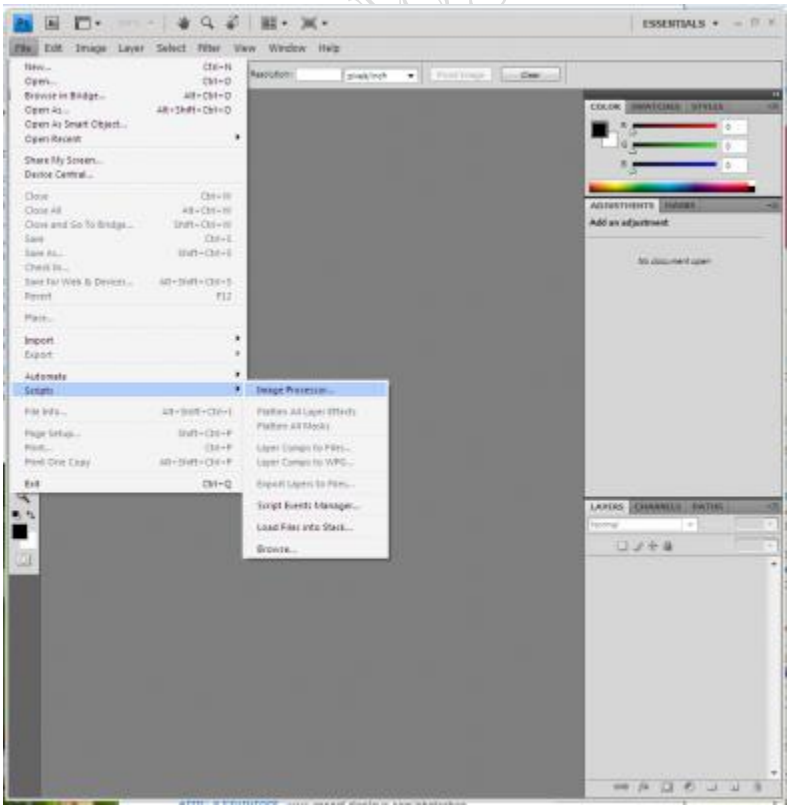

৫. ক) সেখান থেকে ১ এর ঘরে Select the Image to process এ সিলেক্ট ফোল্ডার থেকে আপনার তৈরী করা ছবিগুলোর ফোল্ডার লোকেশানে গিয়ে ফোল্ডারটি দেখিয়ে দিন, আর হা মেইন কথা হল আপনি ছবি সাইজ ছোট করতে চাইলে W এর জায়গায়

ওয়াইডথ মানে চউড়া যেমন ১০২৪, H এর জায়গায় হাইট মানে উচ্চতা দিন যেমন ৭৬৮। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার সিলেক্টেড ছবিগুলো তার চেয়ে বড় হতে হবে, না হয় ছবির কোয়ালিটি গোল্লায় যাবে।

খ) ২ নাম্বার ঘরে ডিফল্ট ঘরে আপনার আগের ছবিগুলোর লোকেশানেই আউটপুট মানে রি-সাইজড ছবিগুলো তৈরি হবে্ ফোল্ডার আকারে, তবে আপনি চাইলে লোকশান চেঞ্জ করে নিতে পারেন সিলেক্ট ফোল্ডার দিয়ে।

গ) ৩ নাম্বার ঘরে আপনি ছবিগুলো আউট পুট কি আকারে চান তার অপশান পাবেন, যেমন JPEG(JPG), PSD(ফটোশপের ডিফল্ট ফরমেট), TIFF(Tagged Image File *Format* যা কিনা ইমেজ এর প্রফেশানাল স্টযান্ডার্ড, এবং এই ফরমেটটি ম্যাক, উইন্ডোজ সহ ইউনিক্স প্লাটফরমে ও ব্যবহারযোগ্য) এই তিন ধরনের ফরমেট।

ঘ) তারপর RUN এ চাপ দিন, ব্যাস আপনার কাজ শেষ 😀।

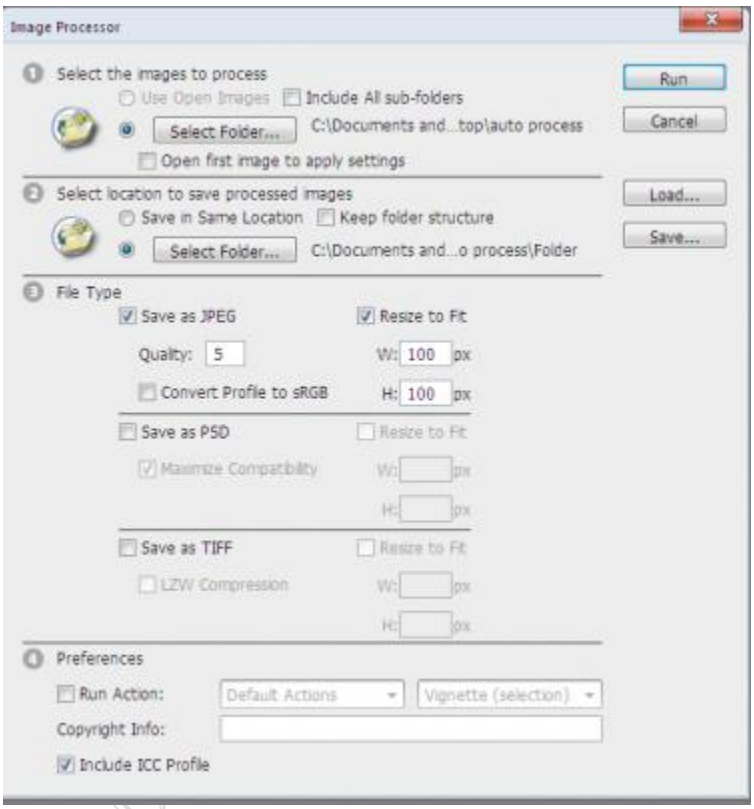

৬. এবার আপনার ছবিগুলো ফটশপ আটোমেটিকালি কাজ করতে থাকবে, এবং কয়েক মুহুর্তে আপনার কাজ শেষ হয়ে যাবে। আপনি যখন দকেহবেন ফটোশপে কোন ছবি ওপেন বা ক্লজ হচ্ছেনা তখন বুঝবেন কাজ শেষ। কাজ চলার সময় কিন্তু ঠিক ওই ছবি ওপেন এন্ড ক্লোজ অটো চলতে থাকবে।

৭. ব্যাস হয়ে গেল গরম গরম ফটোসপিয় কায়দায় হাজার হাজার ছবি রান্না(সাইজ)।

আশা করি ভাল লেগেছে।

মাথা কেটে দেহে বসানো!

শিরোনাম দেখে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আইডিয়া করে নিয়েছেন পোস্টটা কীসের উপর। হ্যা বন্ধুরা, আজকের পোস্টে খুব সহজ করে এডোবি ফটোশপ দিয়ে কিভাবে মজার মজার ছবি এডিট করা যায় তার একটা অংশ দেখাবো। যারা একেবারেই নতুন তাদের জন্য একেবারে শুরু থেকেই বলছি।

ফটোশপ হল জনপ্রিয় গ্রাফিক্স সফটওয়্যার নির্মাতা জন ওয়ারনকের এডোবি সিস্টেম ইনকর্পোরেট-এর শক্তিশালী ইমেজ এডিটিং গ্রাফিক্স প্রগ্রাম। এর শক্তিশালী ফিচার ব্যবহার করে ইমেজকে এডিটিং, বিভিন্ন রঙ, আকর্ষণীয় সব ইফেক্ট দিয়ে কাংখিতরূপে উপস্থাপন করা যায়। অত আলোচনায় না গিয়ে সরাসরি আজকের এই পোস্টে আসি। আসুন দেখি কিভাবে ফটোশপ ব্যাবহার করে একজনের চেহারায় অন্য আরেকজনের চেহারা কিভাবে বসিয়ে দেয়া যায়।

যা যা প্রয়োজন হবেঃ

- এডোবি ফটোশপ-এর সফটওয়্যার (এখানে ভার্সন 7.0 ব্যবহার করে দেখিয়েছি)। সফটওয়্যারটি না থাকলে এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
- ভালো পারফরমেন্সের জন্য নূন্যতম রিকোয়্যারমেন্টস- ৯৫ MB স্পেসসহ হার্ডডিস্ক, ৬৪ MB RAM, ২৪-বিট ভিডিও ডিসপ্লে কার্ড। (আমাদের সবার পিসি-ই নিশ্চয়ই এর থেকে অনেক অনেক বেশি গতিসম্পন্ন, কাজেই কোনো টেনশনই নাই)
- আর যে দুইটা ছবি বেছে নেবেন সেগুলো। (আমি মডেল হিসেবে আমার এক ক্লাসমেটকে (তানভির) বেছে নিয়েছি। আর যার উপর তার চেহারা বসাবো সেই ইমেজ-এ জনপ্রিয় চলচ্চিত্র 'প্রিন্স অফ পারসীয়া'-র একটি ওয়ালপেপার নিয়েছি। আসুন দেখা যাক তানভিরকে কেটেকুটে সাইজে আনা যায় কিনা।

কাজ শুরুর আগেঃ

কাজ শুরুর আগে ফটোশপের কয়েকটি টুলস এবং টার্মএর সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। তানাহলে বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা। মনে রাখবেন ফটোশপের শত শত টুলস্ এবং একেকটার কাজ একেক রকম। সবগুলো টার্ম এর নাম বলতে গেলে এক পোস্টে শেষ করা সম্ভব না। তাই আজকের কাজটি করতে যে কয়টা টুলস্ লাগবে শুধু সেগুলোই বলছি।

◘ ফটোশপ সফটওয়্যারটি ইনস্টল করা হয়ে গেলে এটি ওপেন করুন। নীচের চিত্রের মত দেখতে পাবেন। চিত্রে টুলবক্স, টাইটেল বার, মেনুবার, প্যলেট চিহ্নিত করে দেয়া আছে।

tanbircox.blogspot.com

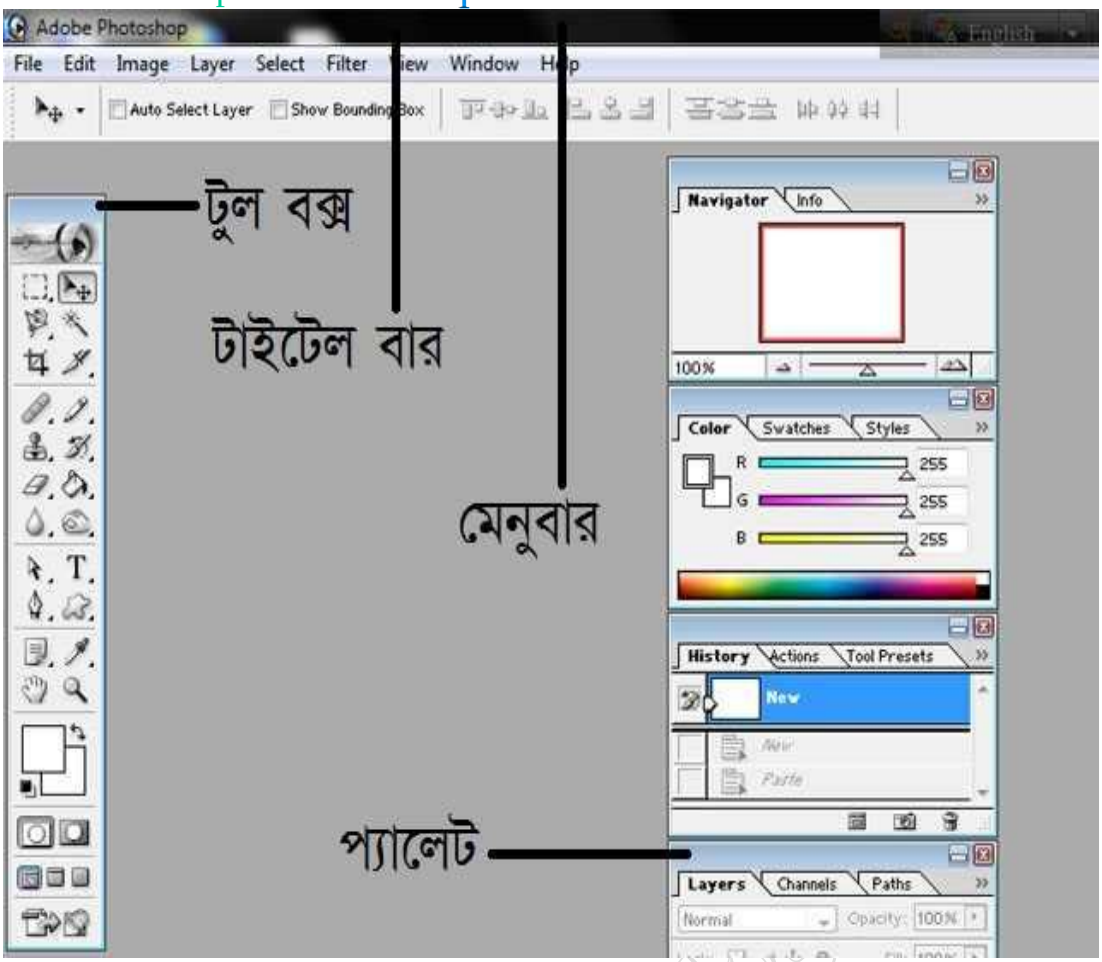

◘এবারে টুলবক্সের যেসব টুলস আমাদের আজকের প্রজেক্টিতে দরকার হবে তার সাথে পরিচিত হয়ে নেই।

- Move Tool দিয়ে ইমেজ মুভ বা সরানো হয়। আপনি যেসব ইমেজ দিয়ে কাজ করবেন সেগুলো স্থানান্তর করার জন্য মাউস দিয়ে এই টুল-এ ক্লিক করে নিতে হবে।
- Eraser Tool ব্যবহার করা হবে ছবির অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু মুছে ফেলার জন্য। রাবার-এর মত কাজ অনেকটা। রাবারের সাইজ বাড়ানো বা কমানোর জন্য কীবোর্ডের] এবং [চাপুন।
- Burn Tool দিয়ে সহজ কথায় ছবি অনেকটা পুড়ানোর মত ইফেক্ট তৈরি করা যায়। আমরা এখানে এটা দিয়ে গালে দাড়ির আবছা একটা রেখা তৈরির কাজে লাগাবো।
- Blur Tool টি কাজে লাগে কোনো একটা জায়গা ভোতা / ঘোলা করে দেয়ার জন্য। যেমন কাটা কোনো ছবির কিনারাগুলোতে এই টুল ব্যবহার করে sharpness কমিয়ে দিতে পারবেন।
- Pen Tool ব্যবহার করা হয় কোনো ছবির অংশ বিশেষ নিজের ইচ্ছা মত কেটে নেয়ার ক্ষেত্রে।

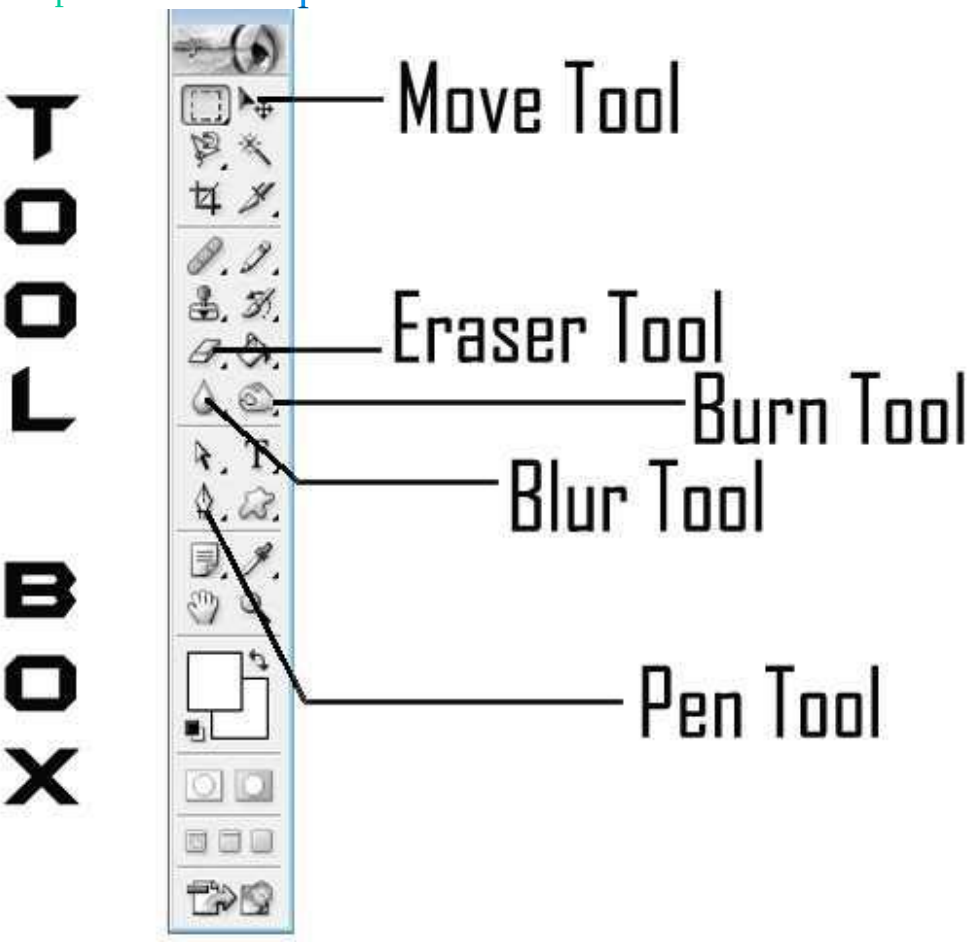

◘ **আমাদের প্রজেক্টঃ**

নিচের যে দুইজনের ছবি দেয়া আছে তাদের পরিচয় আগেই দিয়েছি। আমাদের কাজ হবে তানভির-এর মাথা কেটে প্রিন্স অফ পারসীয়া-র ব্যাকগ্রাউন্ডে বসানো।

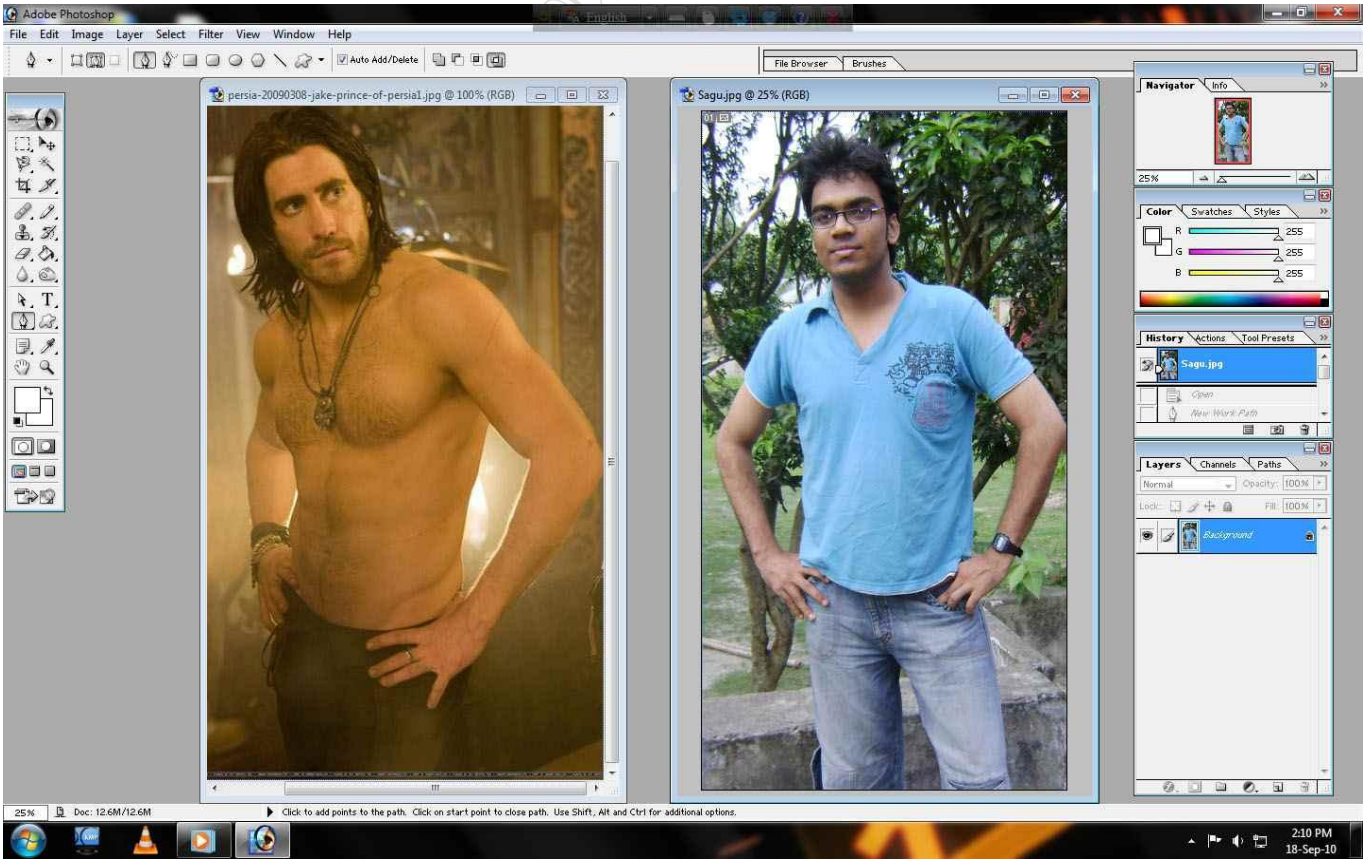

প্রথমে যে দুইটি ছবি নিয়ে কাজ করতে চান তা ফটোশপে ওপেন করুন। File>Open>ফোল্ডার লোকেশন দেখিয়ে দিন।

ডানদিকের নিচের প্যালেটে দেখুন Layer Tab এর Underএ Background প্রদর্শিত হচ্ছে। আগেই বলেছি যে প্রিন্সের ছবিটা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে চাই, এবং তানভিরকে চাই ওর উপরের একটা Layer হিসেবে। আমরা এবার Tool box থেকে Move Tool নির্বাচন করে তানভিরের ইমেজটায় ক্লিক করুন।

এবার Tool Box থেকে Pen Tool টি বেছে নিন এবং তানভিরের ফেস-এর অংশটা সিলেক্ট করতে থাকুন। মনে রাখবেন যেখান থেকে সিলেক্ট শুরু করেছেন, ঘুরিয়ে এনে ঐ জায়গাতেই পয়ন্টার এনেClose করতে হবে। এরপর ডানের প্যালেট থেকে Paths Tab (Layer Tab টা যে প্যালেট বক্সে পেয়েছিলেন)এ ক্লিক করুন। নিচের চিত্রের মত Load Path As A selection এ ক্লিক করুন এবার। দেখবেন যে অংশটুকু সিলেক্ট করেছেন (মাথার চারিদিকে) সেই জায়গা জুড়ে একটা ডট লাইন ঘুরছে। মানে সিলেক্ট করা হয়েছে। এবার কী বোর্ডের Ctrl+Altr চেপে ধরে সিলেক্টেড অংশ ধরে ড্র্যাগ করে এনে প্রিন্সের ইমেজের উপর এনে বসিয়ে দিন। নিচের চিত্রের মত দেখাবে। বাড়তি অংশ গুলো Eraser Tools দিয়ে মুছে ফেলুন, অনেক সুক্ষতার সাথে এই কাজটি করতে হবে। উপরের Layer এর সাইজ বড় ছোট করতে Ctrl+T চাপুন। Layer এর চারদিকে একটা বক্স আসবে। মাউস পয়েন্টার দিয়ে ধরে ইচ্ছামত লেয়ারটিকে সরানো, সাইজ পরবর্তন ও রোটেট করতে পারবেন।

◘ এবার মেনুবার থেকে Image>Adjustment>Colour Balance নির্বাচুন করে নিয়ে দুই Layer-এর কালারের সামঞ্জস্যতা করে নিন যেন দেখে মনে না হয় উপরের Layerটি আলাদা কোনো ছবির অংশ। Ctrl+M চেপে Curve বক্সের সাহায্যেও ছবির ব্রাইটনেস, কনট্রাস্ট এডজাস্ট করতে পারেন। নিচের চিত্রে দেখুন।

◘ এবার Burn Tool দিয়ে তানভির-এর গালের কোনাটা একটু একটু কালো করে দিন। মনে হবে কয়েকদিন ষেভ না করার ফল ব্যাস হয়ে গেলো আমাদের কাজ। চাইলে কোনাগুলো Blur Tool দিয়ে একটু ঘোলাটে করে দিতে পারেন। দেখুন তো আমাদের তানভির বাবুকে একটু হলেও সাইজ করা হলো কি না?

tanbircox.blogspot.com

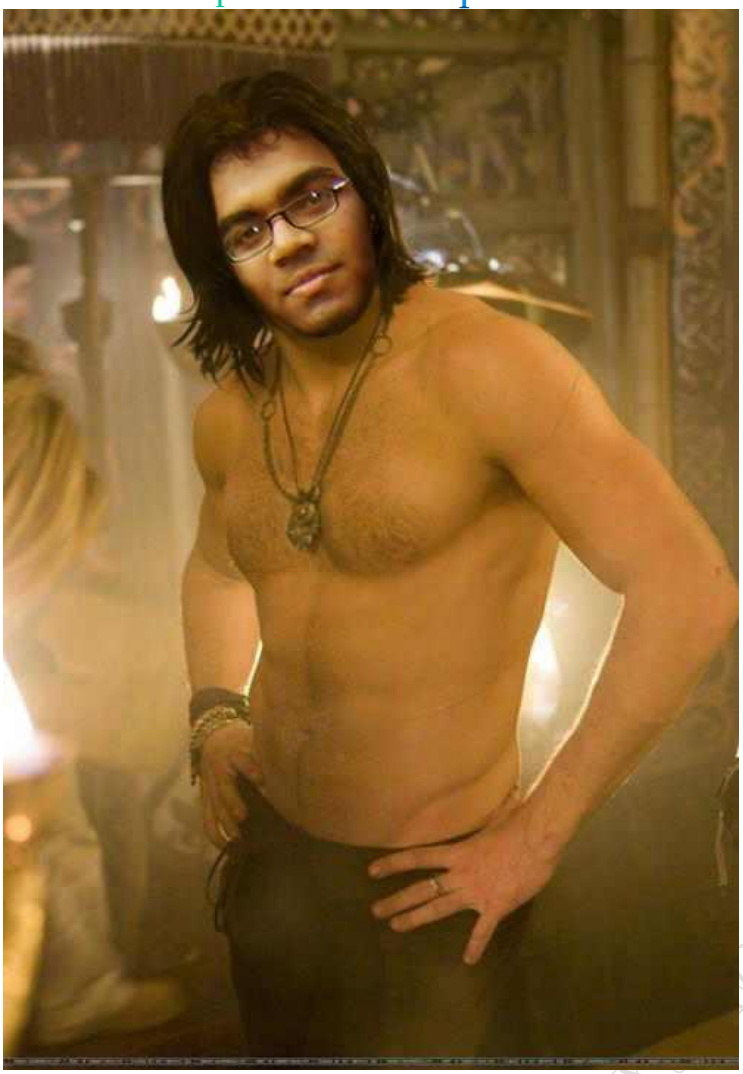

tanbircox.blogspot.com

ছবির উজ্জলতা ধরে রেখেও ছোট বা বড় করা

একটা স্থির চিত্র আছে, যা খুবই চমৎকার। কিন্তু আপনার প্রয়োজন ছবিটি আরো আরো ছোট আকারে। হয়তো এক সময় এটা হলো আপনার মন মতো, কিন্তু খেয়াল করেছেন ছবিটি যতই ছোট হচ্ছে তা কিন্তু ততই ঝাপসা হচ্ছে। তাহলে উপায় ?? এই সমস্যাটা আসলে খুব কমন একটা সমস্যা। এবং আজকে এর সহজ একটা সমাধান ও পেয়ে যাবেন এই পোষ্টের মাধ্যমে। পুর্বেই বলে নেওয়া ভালো টিপসটি ফটোশপের সি এস বা তার উপরের ভার্শনের ক্ষেত্রে কাজ করবে। তাই আপনার যদি এই ভার্শন না থাকে তাহলে আমার ব্যাক্তিগত মতামত হবে শীঘ্রই এতে আপগ্রেড হয়ে যেতে। কারন পুরোন ভার্শনের তুলনায় নতুন ফটোশপ অনেক অনেক বেশি ফিচার সম্বৃদ্ধ এবং উন্নত। অবশ্য এর নিচের ভার্শন

অর্থাৎ ফটোশপ ৫, ৬, ৭ এর জন্য ও একটা উপায় একেবারে পোষ্টের কোন এক অঙ্গশে দেওয়া হলো , তাই নো চিন্তা ডু ফুর্তি।

ছবিটির মান অক্ষুন্ন রাখতে যা করতে হবেঃ

০১. ফটোশপ খুলে একটা ছবি ওপেন করুন,

০২. তারপর Image মেনু থেকে Image Size এ ক্লিক করুন,

০৩. Resample Image এর বামে টিক চিহ্ন না থাকলে তিক চিহ্ন দিয়ে দিন,

০৪. এর ও নিচের ড্রপ ডাউন মেনু থেকে Bicubic Sharper সিলেক্ট করে দিন,

উপরের ০৩ ও ০৪ নাম্বার সেটিংসই আপনার ছবিকে অস্পষ্টের হাত থেকে বাচানোর শ্রেষ্ঠ উপায়। যেমন ধরুন ২০০০ পিক্সেলের একটা ছবিকে আপনি ২০০ পিক্সেলে

আনতে চাইলে আপনাকে একই মান দিবে ৩ ও ৪ নং ষ্টেপ সেটিংস 😀।

আর ছবিকে একই হারে বড় করতে চাইলে

০৪ নাম্বার ষ্টেপে হবে Bicubic Smoother সিলেকশান

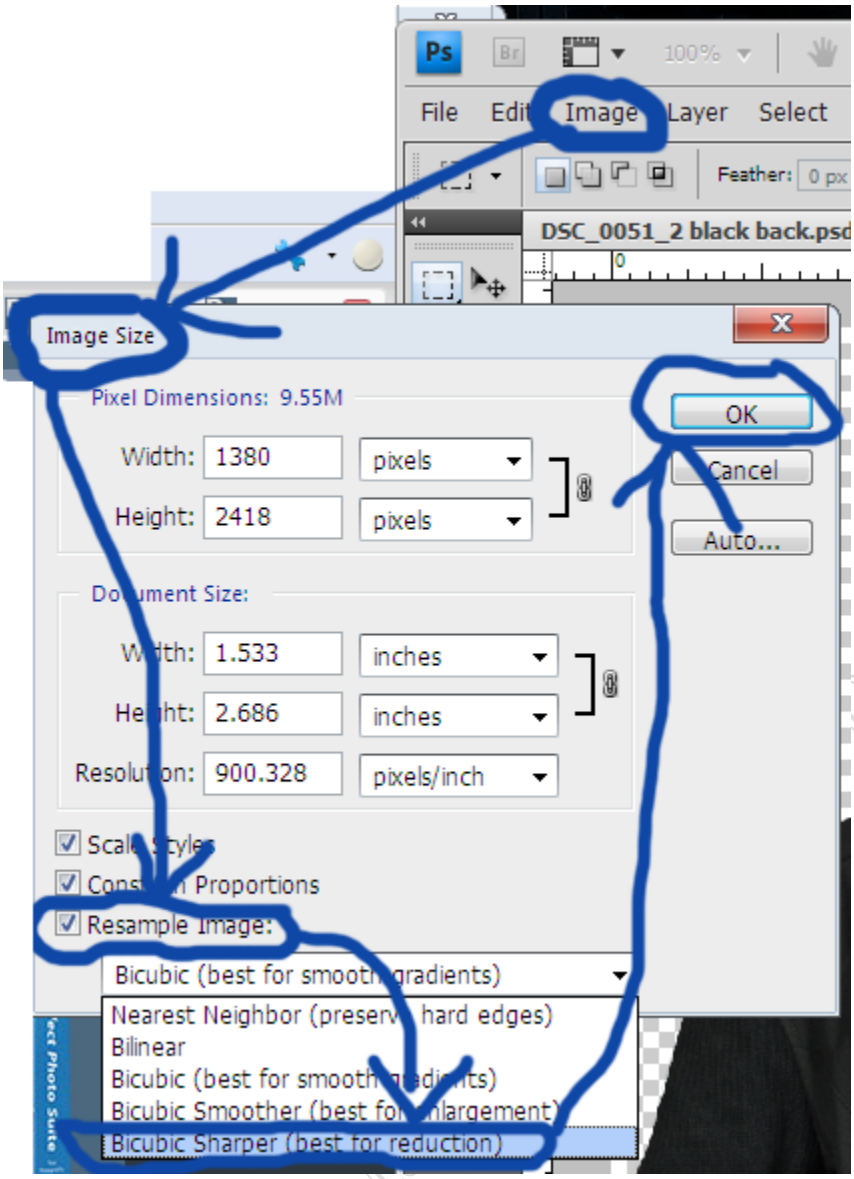

ডিফল্ট সেটিংস করতে যা প্রয়োজনঃ

আমার কাছে এটা এতো ভালো লেগেছে যে আমি এটাকে ডিফল্ট করে রেখেছি। ইচ্ছে করলে আপনিও আপনার পছন্দের সেটিংসটি ডিফল্টকরে রাখতে পারেন।

০১. ফটশপে থাকা অবস্থায় ছবি ছোট বা বড় করার যেকোন একটা সেটিংস সেট করার পর EDIT মেনুতে যান

০২. Preferences থেকে General ট্যাবে যান, বা CTRL + K চাপুন

০৩. সেখানে Image Interpolation নামের অপশানে Bicubic Sharper সিলেক্ট করে ওকে দিয়ে বের হয়ে আসুন।

০৪. হয়ে গেল ডিফল্ট শার্প রাখার সেটিংস।

আরেকটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে, ছবি একবার ছোট করলে বেতার হবে। অর্থাৎ ২০০০ পিক্সেলের ছবিকে ৫ ধাপে ২০০ পিক্সেলে আনলে যেমন হবে নিশ্চয়ি ১ ধাপে তা ছোট করলে আরো বেটার কোয়ালিটি মেইনটেইন হবে, তাই এবেপারটা খেয়াল রাখা উচিত। এবার এতক্ষন করা টিউটোরিয়ালটির একটা সেম্পল দেখেন 😀।

tanbircox.blogspot.com

চি এস ভার্শনের আগের ভার্সনে একই কাজ করার উপায়ঃ

পূর্বের ভার্শন গুলোতে

০১. কাঙ্খিত ছবিটি ওপেন করে যুম আউট করুন **৫০%** অথবা **২৫%** এ,

০২. একটি স্ক্রীনশট নিন (আপনার পছন্দ অনুযায়ি সাইজে)

০৩. স্ক্রীনশটটি ফটোশপে ওপেন করে ক্রপ করে নিন

০৪. ব্যাস এসে গেল আপনার কাজ 😀।

বিঃ দ্রঃ ৫০ বা ২৫ % ব্যতিরেকে ভুলেও অন্য পার্সেন্টেজ যেমন ৬৬.৭% বা ৩৩.৩% দিলে চলবেনা, কারন অন্য পার্সেন্টেজে শার্পনেস ঠিক থাকেনা।

স্বল্প খরছে কোয়ালিটি ইমেজ তৈরীর ফটোশপীয় কায়দা

আসসালামুয়ালাইকুম। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের পোষ্ট, যার মাধ্যমে আপনিও মাত্র ৮ টাকায় পাসপোর্ট সাইজের ৬ কপি অথবা স্ট্যাম্প সাইজের ২০ কপি ছবি তৈরী করতে পারবেন। আসলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের আবেদন ফর্মের সাথে আমাদেরকে ছবি সংযোজন করতে হয়। আর যারা চাকুরির জন্য আবেদন করতে থাকেন তাদের যে কত কপি ছবি লাগে তার কোন ইয়ত্তা নেই। সাধারনত স্টুডিও হতে প্রতি কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রিন্ট দিতে দশ টাকা খরচ হয়। এই হিসাবে যাদের বেশি ছবির দরকার তাদের খরচের পরিমাণটাও অনেক ব্যাপক। তবে একটু বুদ্ধি খাটালেই এই খরচ অনেক কম হয় । মাত্র ৮ টাকায় পাসপোর্ট সাইজের ৬ কপি অথবা স্ট্যাম্প সাইজের ২০ কপি ছবি প্রিন্ট করা খুবই সম্ভব।

এই কাজটি করার জন্য নিচের পদ্ধতি অবলম্বন করুনঃ

১) প্রথমে নির্বাচিত ছবিটি আপনার পিসিতে সংরক্ষণ করুন।

২) অতঃপর ফটোশপ ওপেন করুন।

৩) Ctrl+O চেপে আপনার ছবিটি ওপেন করুন।

৪) Ctrl+A এবং Ctrl+C চাপুন ।

৫) Ctrl+N চাপুন।

৬) পাসপোর্ট সাইজের জন্য –

Name: PP

Width: 1.5 inches

Height: 1.8 inches

Resolution: 200 pixels/inches

আর স্ট্যাম্প সাইজের জন্য –

Name: S

Width: 0.75 inches

Height: 1 inch

Resolution: 200 pixels/inches

মানগুলো লিখে ok করুন।

৭) Ctrl+V চাপুন এবং Ctrl+T চাপুন। তারপর ছবিটির সাইজ ঠিক করুন ।

৮) Ctrl+A এবং Ctrl+C চাপুন ।

৯) Ctrl+N চাপুন।

১০) 4R এর জন্য-

tanbircox.blogspot.com

Name: 4R

Width: 4 inches

Height: 6 inches

Resolution: 200 pixels/inches লিখে ok করুন ।

১১) Ctrl+V চাপুন ।এই ছবিটিকে ড্রাগ করে বাম দিকের উপরে কোনায় সাজান । এরপর Ctrl+Alt চেপে ছয়টি ছবি ড্রাগিং করে সাজান । প্রতিটি ছবির মাঝে কিছু পরিমাণ ফাকা জায়গা রাখতে হবে ।

১২) Jpeg ফরমেটে ছবিটিকে Save As করুন।

১৩) এই 4R ছবিটি যেকোন ল্যাবে (স্টুডিও বাদে) মাত্র আট টাকা খরচে আপনি প্রিন্ট করতে পারবেন । আর পেয়ে যাবেন ছয় কপি ছবি। এই যে আমার তৈরী একটা নমুনা

ফটোশপে এক কাজ বারবার করতে হবে না আর। এখন এক ক্লিকেই সব কাজ করে ফেলুন।

ফটোশপে আমরা ছবি,গ্রাফিক্স ডিজাইন,এনিমেশান ও আরও অনেক কিছু করি। বিষেশ করে স্টুডিও লোকদের বেশি দরকার এডবি ফটোশপ। আজ আমার এই টিউনটি বেশি স্টুডিও লোকদের জন্য আগ্রহ করে টেকটিউনে এই পোস্ট টি করলাম।

আজ আমি আপনাদের ফটোশপ এর একটি টিউটোরিয়াল দেখাব। টিউটোরিয়াল টি হবে ফটোশপের Action Window নিয়ে।

Action এর কাজ হচ্ছেঃ-

আপনি আপনার পছন্দের যেকোন কাজ রেকডিং করে রাখতে পারবেন এবং তা পরবর্তিতে মাত্র এক ক্লিক/বাটনে ২-৩ সেকেন্ড এর মধ্যে হুবহু এখিই ধরনের কাজ করা সম্পুর্ন হয়ে যাবে।

যায় হোক কাজের কথাই আসা যাক.....।।

উধাহারন হিসেবে আজ আমি আপনাদের 4R (4X6) পেপার এ কিভাবে ৬ টা ছবি কিভাবে সাজেতে হয় তা দেখাব। তাহলে শুরু করা যাক

০১. পছন্দ মত একটি ছবি ওপেন করে নিতে হবে। এবং ছবিটির মাপ যেন 1.5×1.9 Inches হয়। যদি 1.5×1.9 Inches না থাকে তাহলে Crop টুল দিয়ে সাইজ করে নিন।

tanbircox.blogspot.com

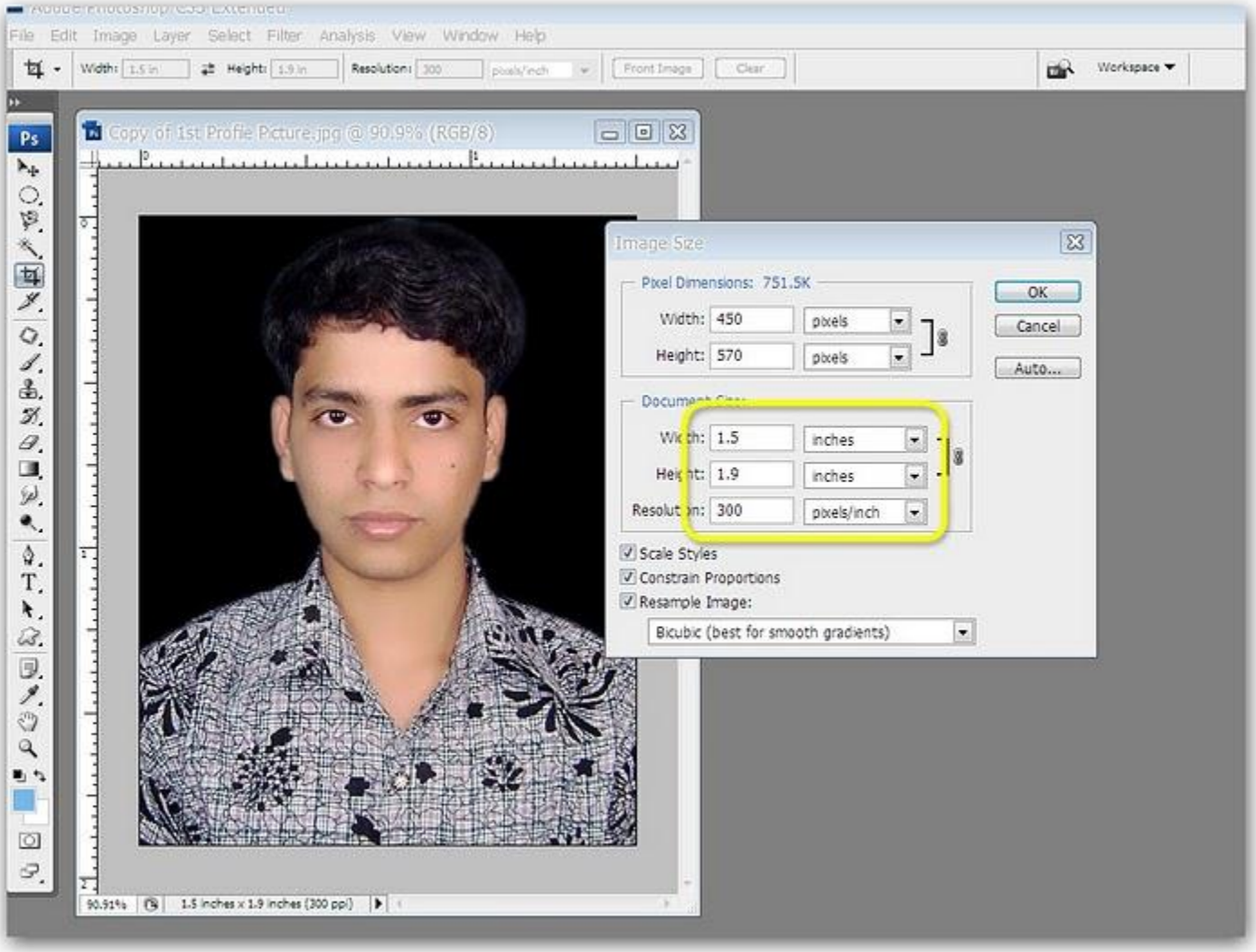

০২. মেনু বার থেকে Window>Action এ ক্লিক করে (বা কিবোর্ড থেকে Alt+F9 চাপ দিয়ে) Action Window ওপেন করব।

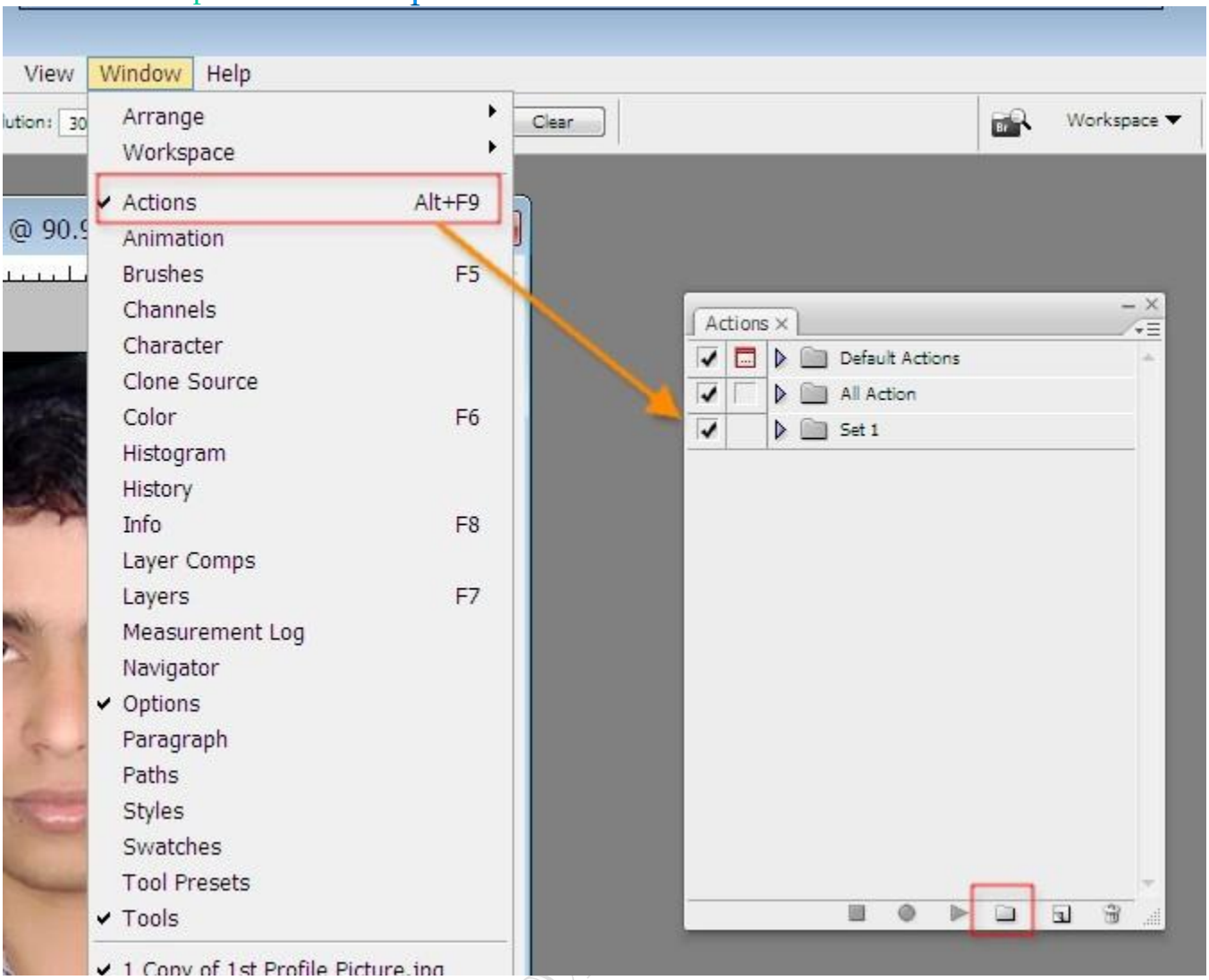

এবং Action Window থেকে ফোল্ডার বাটনে এ ক্লিক করে নতুন একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিব।

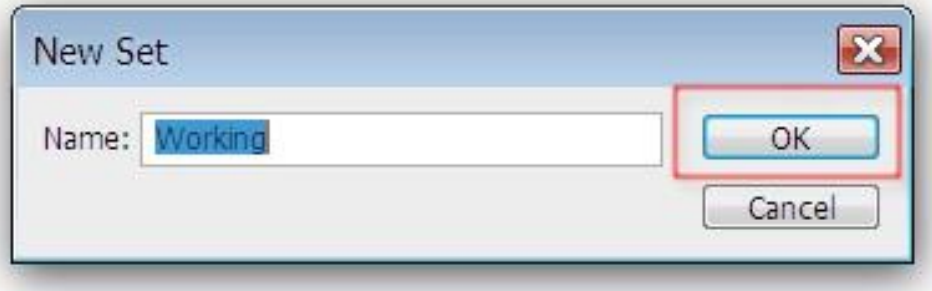

০৩. এবার Action Window থেকে আমাদের তৈরি করা ফোল্ডার টা সিলেক্ট করে New Action বাটনে এ ক্লিক করতে হবে।

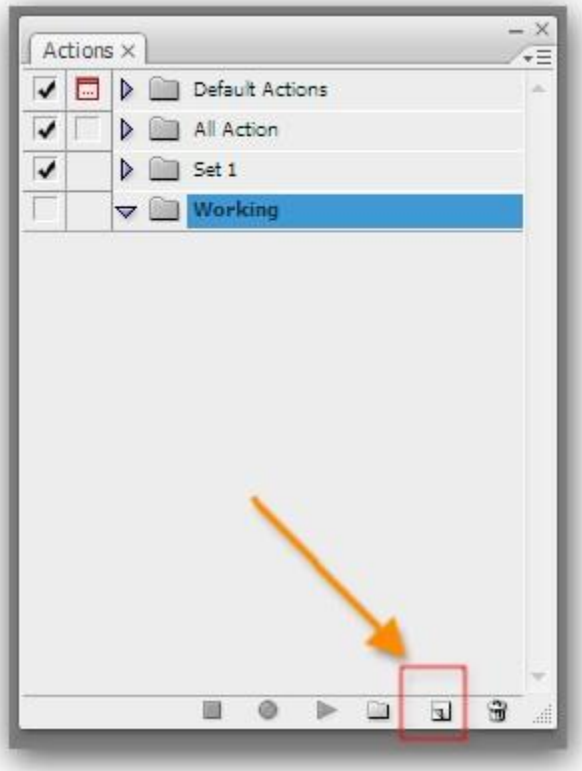

তারপর নিচের ছবির মত আসবে একটি Window । এবং সেখানে Name: যেকোন নাম লিখুন, Set: আপনার তৈরি করা ফোল্ডার টা সিলেক্ট করুন, Function Key: আপনার পছেন্দের একটা বাটন দিয়ে Record বাটনে ক্লিক করুন।

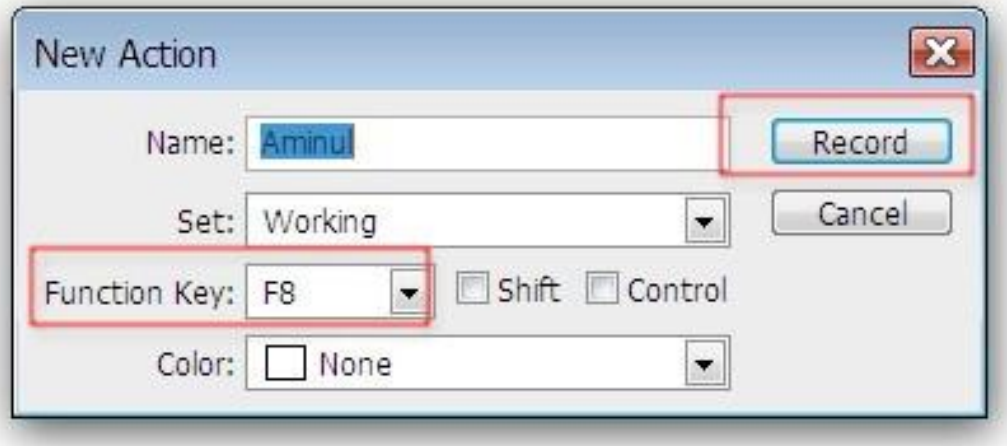

নোটঃ এখন থেকে যা যা করবেন সব কিনতু রেকডিং হবে তাই অন্য কোন কাজ না করাই ভাল।

০৪. এবার ওপেন করা ছবিটি কে সিলেক্ট করে নিতে হবে মেনুবার>Select>All (বা কিবোর্ড থেকে Ctrl+A চাপ দিয়ে)

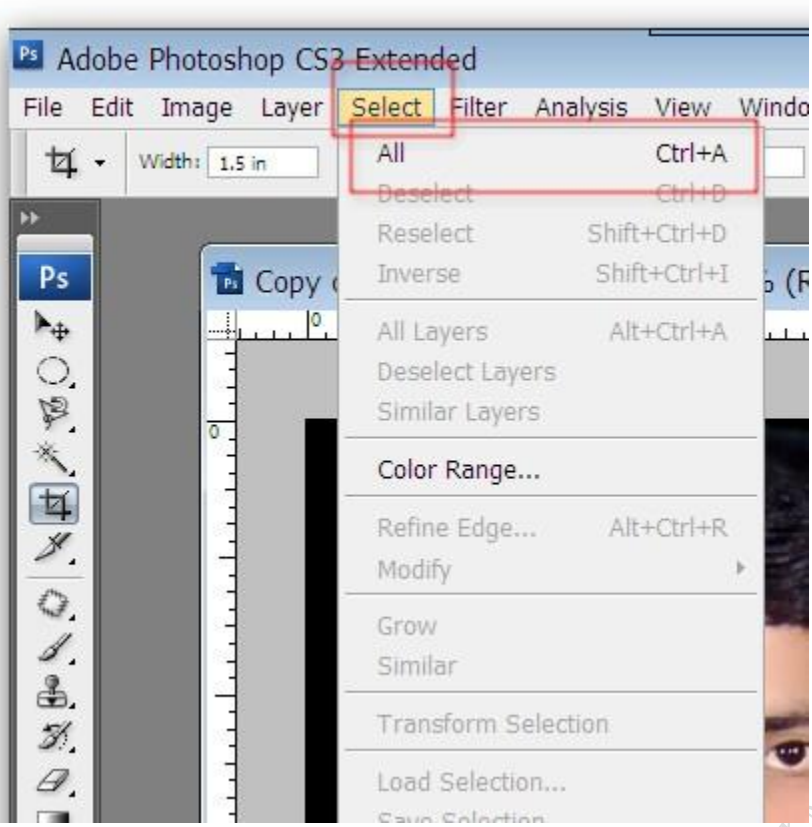

০৫. তারপর ওপেন করা ছবিটি কে কপি করে নিতে হবে মেনুবার>Edit>Copy (বা কিবোর্ড থেকে Ctrl+C চাপ দিয়ে)

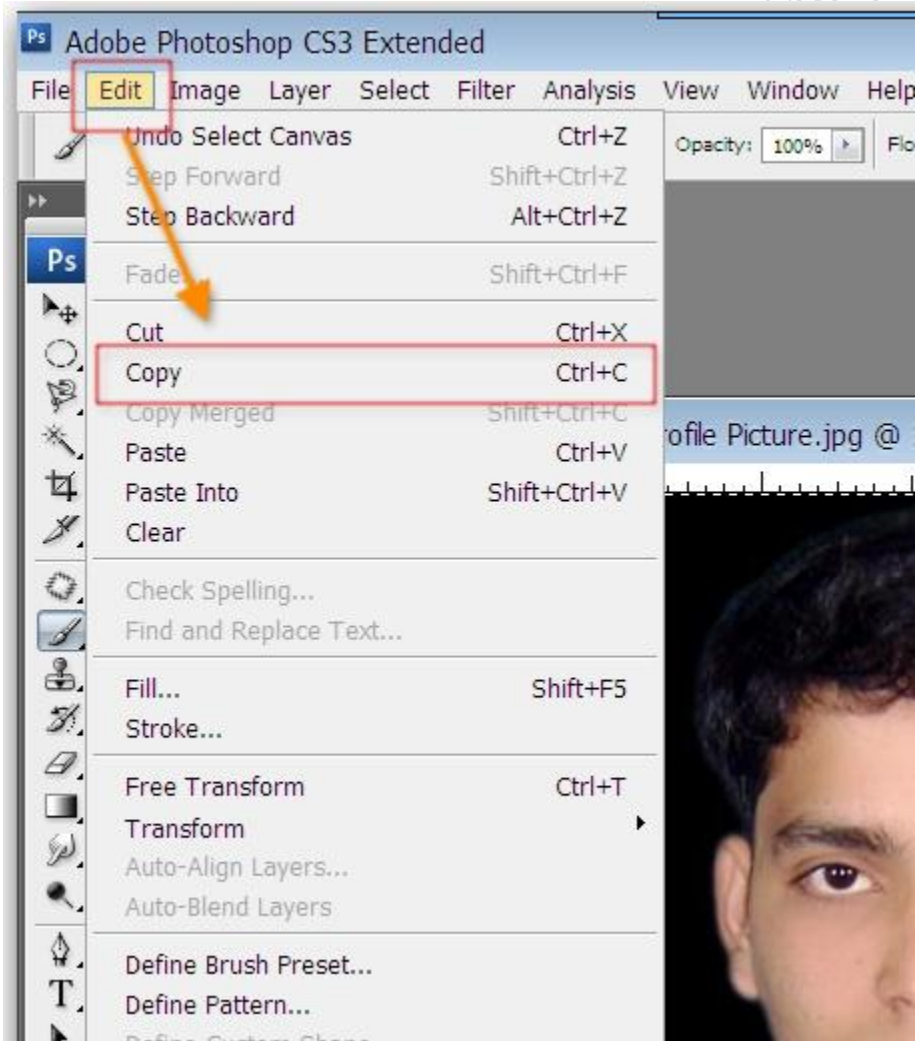

০৬.এখন আমাদের নতুন একটি পেজ নিতে হবে মেনুবার>File>New (বা কিবোর্ড থেকে Ctrl+N চাপ দিয়ে)

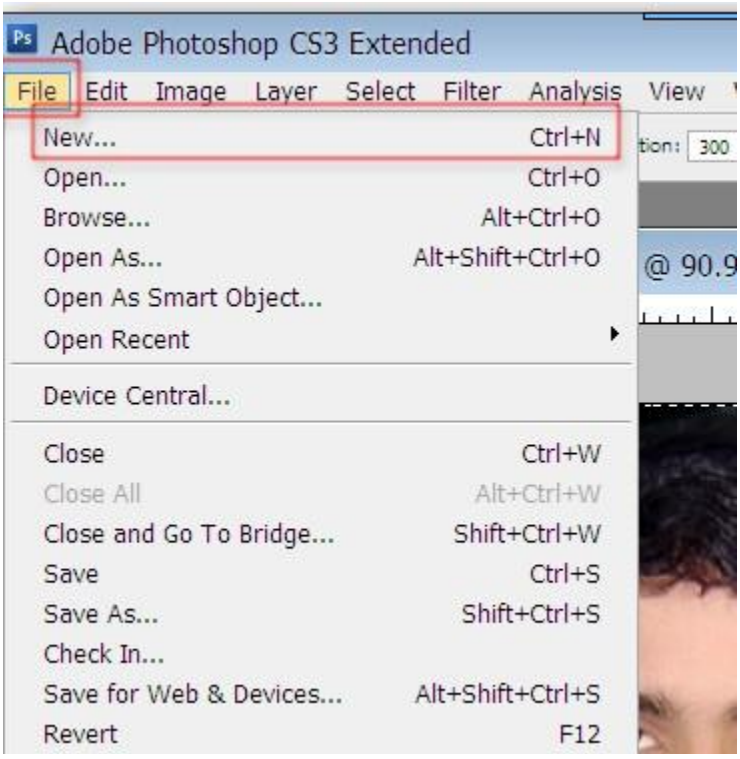

০৭. আমি যেহেতু বলেছি যে 4R (4X6) পেপার এ কিভাবে ৬ টা ছবি কিভাবে সাজেতে হবে। সেহেতু আমাদের New পেজ টা ওবসসই 4R (4X6) করে OK বাটনে ক্লিক করতে হবে।

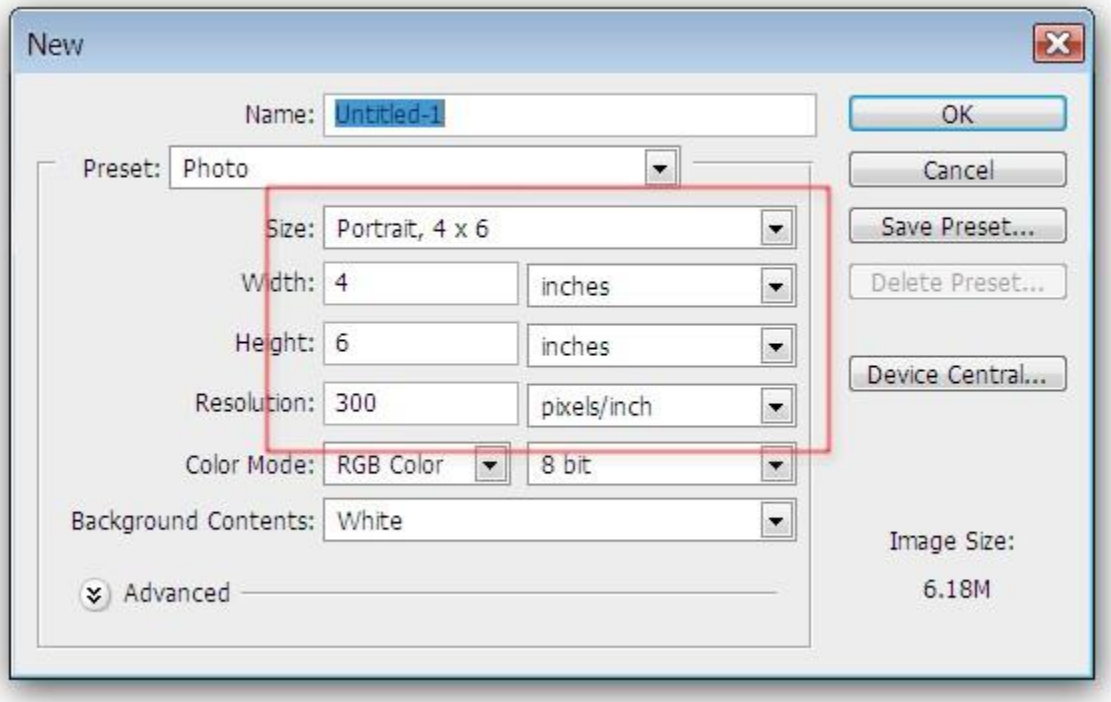

০৮. এবার কপি করা ছবিটিকে নতুন পেজের উপর পেস্ট হবে মেনুবার>Edit>Paste বা কিবোর্ড থেকে Ctrl+V চাপ দিয়ে)

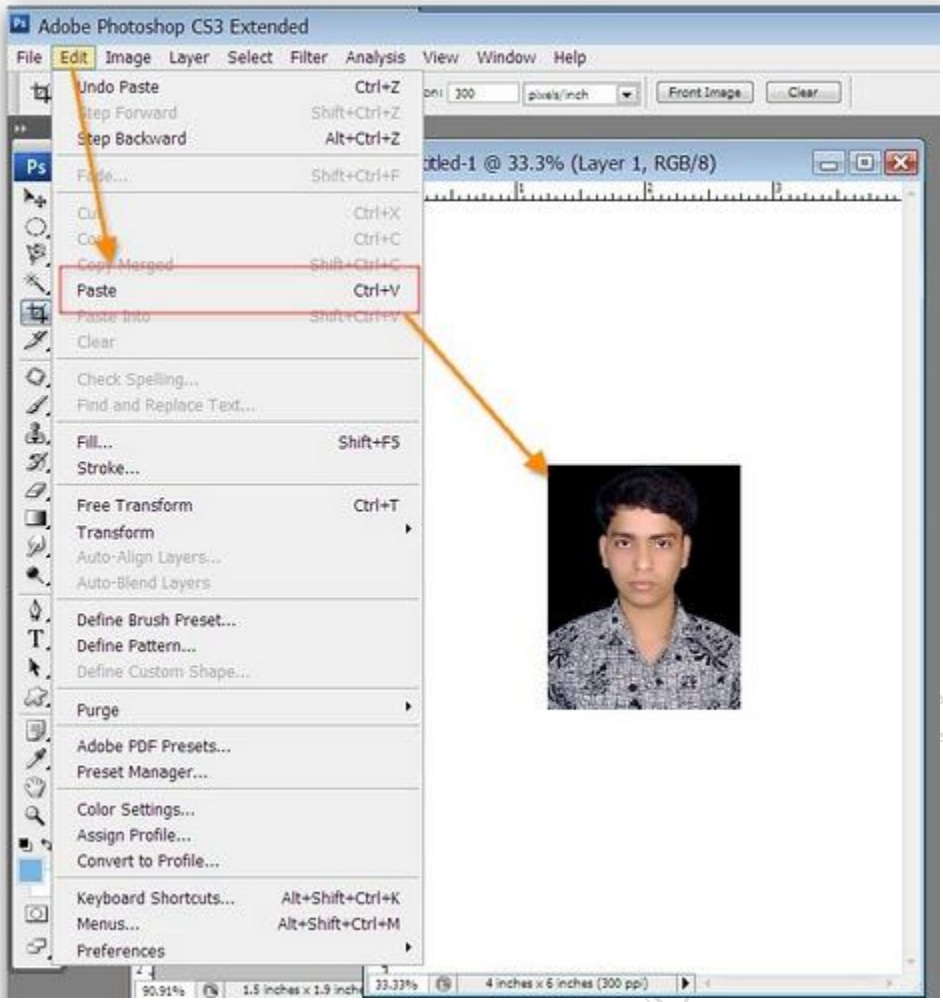

০৯. এবার মোভ টুল দিয়ে ছবিটিকে প্রয়োজন মত মোভ এবং কপি করে সাজিয়ে নিব ঠিক নিচের ছবির মতো।

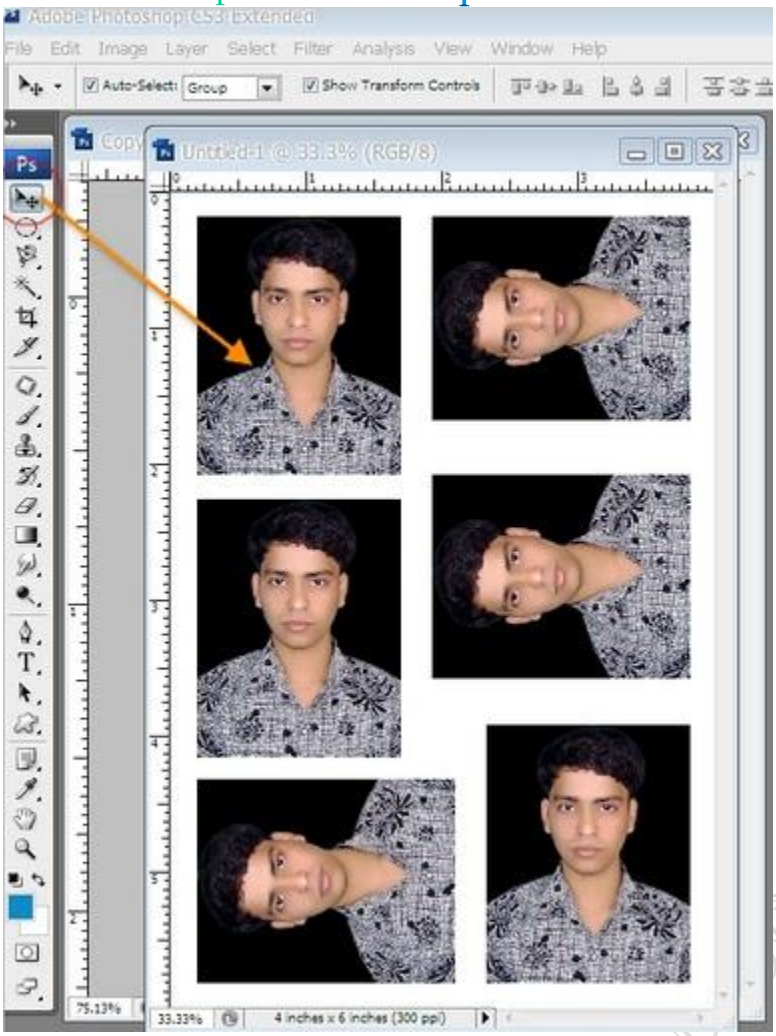

১০. এবার ওপেন হয়ে থাকা Action Window থেকে Stop বাটনে ক্লিক করে Stop করে দিব।

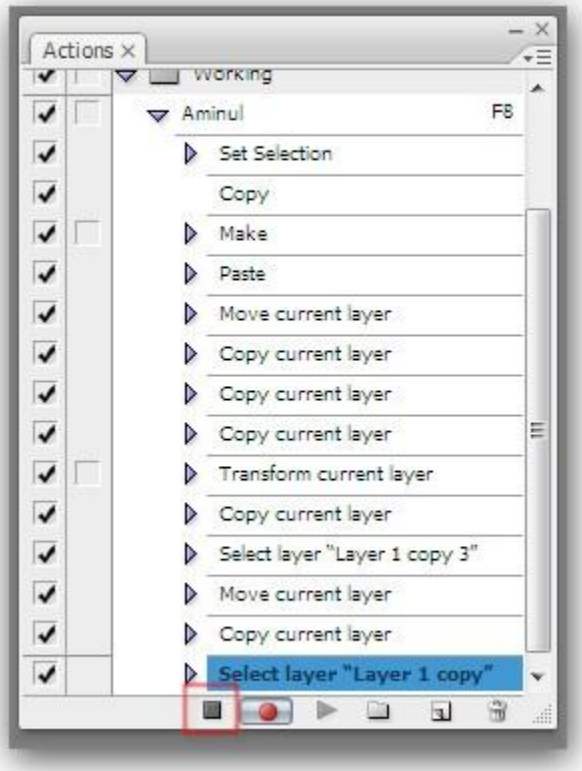

ব্যাস কাজ শেষ !!

টেস্ট করার জন্য একটি নতুন 1.5X1.9 inches ছবি ওপেন করে আপনার নির্বাচিত বাটন (Function Key) চাপ দিন বা নিচের ছবির মত Play বাটনে ক্লিক করে ২/৩ সেকেন্ড অপেক্ষা করে মজা দেখুন।

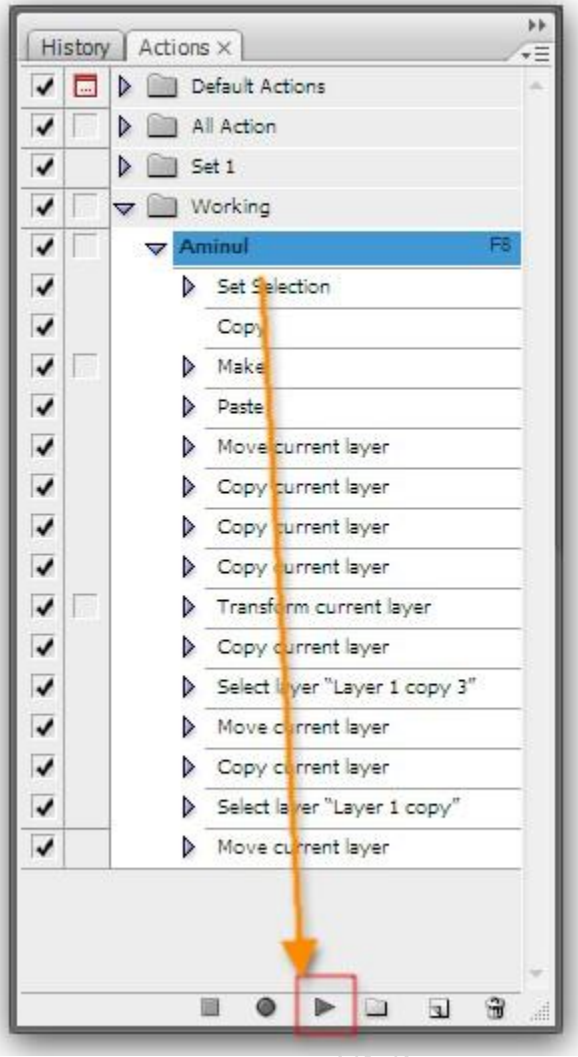

সাহায্যঃ আপনারা যদি Action না তৈরি করতে পারেন তাহলে এখান থেকে আমার কিছু তৈরি করা Action এখান ডাউনলোড করে নিন।

ডাউনলোড করা Action যেভাবে সেট করবেনঃ- নিচের ছবিতে দেখেনিন।

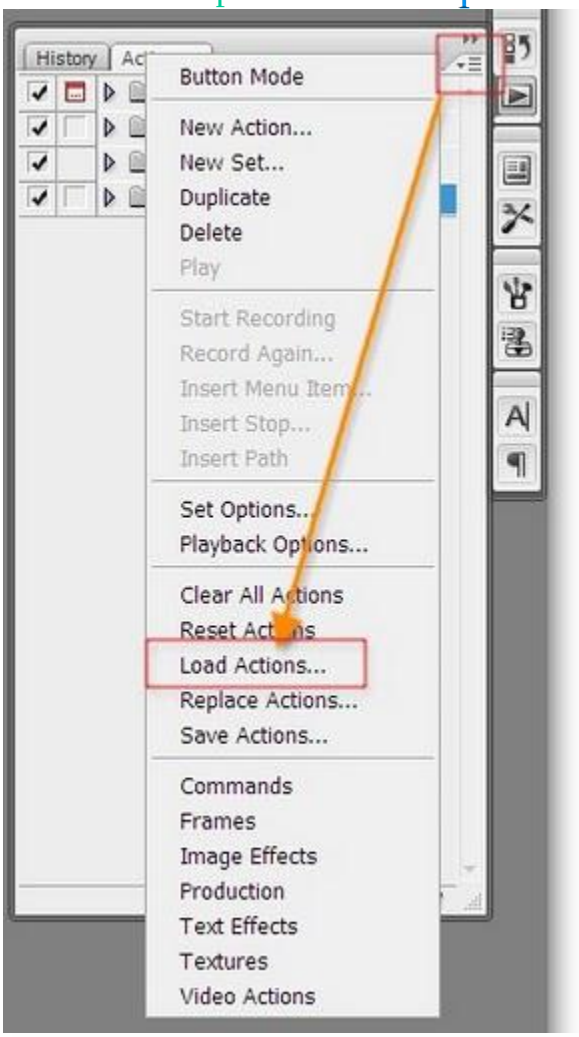

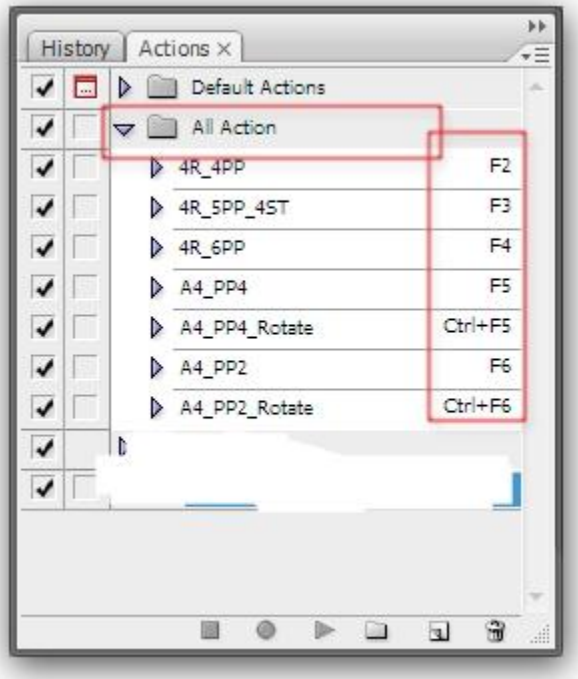

.blogspot.com

ইন্টারনেটে ফটোশপ শেখার ওয়েব সাইট

গ্রাফিক ডিজাইন তথা ছবি নিয়ে কাজ করার জন্য অ্যাডোবি ফটোশপ বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় সফটওয়ার। ফটোশপের রয়েছে অসংখ্য ফিচার যেগুলো ব্যবহার করে আমরা নকশা করা, ছবিতে নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করাসহ অনেক কাজ করতে পারি। কিন্তু ফটোশপ শেখা সহজ নয়। ফটোশপ দিয়ে মোটামুটি কাজ করতে পারেন অনেকেই, তবে এটিকে সঠিকভাবে আয়ত্ব করতে হলে প্রয়োজন হবে দীর্ঘদিনের পরিশ্রম আর নিবিষ্ট মনোযোগ। ছোট থেকে বড় বিভিন্ন কাজ করার জন্য অজস্র মেন্যু, কিবোর্ড কমান্ড এবং শর্টকাট কি মুখস্থ করতে হবে। তবে একবার শিখে গেলে ফটোশপ ছাড়া কাজ করতেই আর ইচ্ছে করবে না। অনেকেই হয়ত জানেন না, ফটোশপ শেখার জন্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব হতে পারে এক অতি কার্যকর মাধ্যম। ওয়েবই পালন করতে পারে আপনার ফটোশপ শিক্ষকের ভূমিকা। আজকরে এই পোস্টে এমন কিছু ওয়বেসাইটরে কথা তুলে ধরব যার সাহায্যে নিয়ে আপনি ফটোশপ শিখতে পারেন। এসব ওয়বেসাইটরে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা গুলো মেনে চললে একজন ভালো ডিজাইনার হওয়া সম্ভব।

টিউটোরিয়াল৯ (Tutorial9)

এ সাইটটিতে আছে বিপুল সংখ্যক ফটোশপ টিউটোরিয়াল। একেক টিউটোরিয়ালে ফটোশপ দিয়ে একেকটি কাজ করা শেখানো হয়ছে। প্রতিটি টিউটোরিয়ালে আছে ধাপে ধাপে নির্দেশনা, সঙ্গে আছে প্রচুর পরিমাণে স্ক্রিনশট এবং বিভিন্ন কাজ করতে ফটোশপের যেসব বাটন টিপতে হবে বা মেন্যু ব্যবহার করতে হবে তাদের ছবিও। এখানেই শেষ নয়। প্রতিটি টিউটোরিয়ালের সাথে দেয়া আছে একটি করে ভিডিও যাতে দেখানো হয়েছে কিভাবে ঐ নির্দিষ্ট কাজটি ফটোশপ ব্যবহার করে করা হল।

পিএসডিটাট্স (PPSDTUTS)

পিএসডিটাট্স-এ আছে ফটোশপ দিয়ে তৈরি করা শত শত ছবি। টিউটোরিয়ালগুলো মূলত তৈরিই করা হয়েছে এসব ছবি দিয়ে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ফটোশপের বিভিন্ন মেন্যু বা কমান্ড ব্যবহার করে কিভাবে এসব ছবিতে ছোট থেকে বড় বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। পিএসডিটাট্স-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিভিন্ন টিউটোরিয়ালের সঙ্গে থাকা কমেন্ট বা মন্তব্যগুলো। টিউটোরিয়ালের প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়, যেগুলো নিয়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তার সবকছিুরই সমাধানসূত্র পাওয়া যাবে এসব মন্তব্য থেকে। প্রতিটি টিউটোরিয়াল আকারেও বেশ বড়, কারণ এগুলোকে একেবারে অতি সূক্ষ্ম অংশে ভাগ করে দেখানো হয়েছে।

গুড টিউটোরিয়ালস (Good-Tutorials)

উপরে যেসব টিউটোরিয়ালের কথা আলোচনা করলাম সেগুলো থেকে গুড টিউরোরিয়ালস' কিছটা স্বতন্ত্র। এখানে ফটোশপ ব্যবহার করে কিভাবে নির্দিষ্ট ইফেক্ট তৈরি করা যাবে তার ওপর নয়, বরং জোর দেয়া হয়েছে ফটোশপ কি, এর কাজ কি, কিভাবে এটি ব্যবহার করতে হয়, এসব দিকের ওপর। অর্থাৎ এটি যতটা না টিউটোরিয়াল তার চাইতে বেশি একটি প্রাগত গাইড। তার মানে এই নয় যে এখানে ধাপে ধাপে কোনো টিউটোরিয়াল দেখানো হয়নি। যেমন, এতে আছে "Create a Photoshop Action for Screenshots" ধরনের কয়েকটি টিউটোরিয়াল, যেগুলোর সাহায্যে আপনি ফটোশপ ব্যবহারে সময় ও শ্রমের সাশ্রয় করতে পারবেন।

ফটোশপ লেডি (Photoshop Lady)

ওয়েবের ভুবন থেকে সবচেয়ে সেরা কিছু টিউটোরিয়াল সংগ্রহ করে একসঙ্গে রাখা হয়েছে ফটোশপ লেডিতে। এসব টিউটোরিয়াল একসঙ্গে পড়া ও দেখার সুবিধা আপনি পাবেন। এছাড়া ফটোশপলেডি-তে একটি একাউন্ট তৈরি করার মাধ্যমে বিভিন্ন টিউটোরিয়াল নিজের ব্যবহারের জন্য সেভও করে রাখতে পারবেন। এছাড়াও পারবেন অন্যান্য পাঠক

tanbircox.blogspot.com

যেসব টিউটোরিয়ালকে সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করেছেন বা সবচেয়ে বেশি দেখেছেন সেগুলো দেখতে এবং রেটিং করতে।

ফটোশপ টিউটোরিয়ালস (Photoshop Tutorials)

ফটোশপ, ফটোশপের বিভিন্ন উপাদান এবং ফটোগ্রাফি - এ সব বিষয়ের ওপর প্রচুর টিউটোরিয়াল আছে এ সাইটে। প্রতিটি টিউটোরিয়াল কোন ধরনের ইউজারদের জন্য (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, অগ্রসর ইত্যাদি) সেটি বলা আছে। এর মধ্যে কোনো কোনোটি আছে ফটোশপের একেবারেই প্রাথমিক জ্ঞান দিয়ে তৈরি করার মত আবার কোনোটি আছে যেগুলো খুবই জটিল এবং অভিজ্ঞ ব্যবহারকারী ছাড়া অন্য কেউ সেগুলো আয়ত্ব করতে পারবেন না। এ সাইটের টিউটোরিয়ালের সংখ্যা যদিও উপরের সাইটগুলোর মত এত বেশি নয়, তবে ভাষা এবং নির্দেশনার দিক দিয়ে এর টিউটোরিয়ালগুলো অনুসরণ করাই সবচেয়ে সহজ বলে মনে হয়। ব্যবহারকারীরাও টিউটোরিয়াল সম্বন্ধে মন্তব্য করতে এবং তার রেটিং করতে পারবেন।

লুক্সা (Luxa)

লুক্সা নিজেকে দাবি করে ফটোশপ শিল্পীদের সামাজিক শিক্ষণের সাইট (social learning site for Photoshop artists) হিসেবে। এতে আছে টিউটোরিয়াল, ভিডিও এবং ডিজাইন সংক্রান্ত অনেক পোস্ট। ইউজাররা ভিডিও এবং টিউটোরিয়ালের জন্য অনুরোধ পাঠাতে পারে এবং একজন আরেকজনের সঙ্গে টিউটোরিয়াল বা ভিডিও ভাগাভাগি বা বিনিময় করতে পারে। লুক্সা থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা নেয়ার জন্য আপনাকে এর সদস্য হতে হবে। সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়াটি একটু জটিল, তবে একবার সদস্য হয়ে গেলে এর নানারকম সুবিধা আপনাকে মুগ্ধ করবে। এখানে এক ধরনের ভোটিং সিস্টেমও আছে যার সাহায্যে সেরা টিউটোরিয়াল, সেরা ভিডিও ইত্যাদি নির্বাচন করা যায়। এছাড়াও

লুক্সায় আছে ফটোশপ ব্রাশের এক বিশাল সংগ্রহ যেগুলোর সাহায্যে আপনি ফটোশপে সুন্দর সুন্দর ইফেক্ট তৈরি করতে পারবেন।

সবাইকে একটি করে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা দিয়ে পোস্ট শেষ করছি। পরবর্তী পোস্টের আগ পর্যন্ত সকলে ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন সেই কামনা করি।

ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা ষ্টাইল ব্যবহার করা

অনেকে ইন্টারনেট থেকে ষ্টাইল ডাউনলোড করেন। আবার বাজারে ষ্টাইল এর সিডিও কিনতে পাওয়া যায়। ষ্টাইল তিনভাবে ব্যবহার করা যায়। নিচে তার বর্ণনা দেওয়া হল

১। ডাবল ক্লিক করেঃ যে ষ্টাইল ডাউনলোড করেছেন তার এক্সটেনশনে .asl থাকে। এটির উপর ডাবল ক্লিক করলে ফটোসপ ওপেন হবে। এখন আপনি ষ্টাইল বার এ গিয়ে দেখুন আপনার ডাউনলোডকৃত ষ্টাইল অ্যাকটিভ হয়েগেছে।

২। রুট ফোল্ডারে কপি করেঃ এ পদ্ধতিতে ইনষ্টল/কপিপেষ্ট করাই ভাল। এ পদ্ধতিতে আপনি প্রথমে ফটোসপে প্রবেশ করুন। তারপর ষ্টাইল বার এর মেনুতে গিয়ে ষ্টাইলের ফোল্ডার চিনিয়ে দিন। তাহলে সেই ষ্টাইল অ্যাকটিভ হয়ে যাবে। সবচেয়ে ভাল হয় আপনি C:\Program Files\Adobe\Photoshop CS\Presets\Styles এই ফোল্ডারে ষ্টাইলের .asl এক্সটেনশনের ফাইলগুলো কপি করে পেষ্ট করলে। কারন তাহলে আপনাকে বার বার ষ্টাইল অ্যাকটিভ করতে হবে না।

৩। প্রথমে ফটোসপে যান। তারপর ষ্টাইল বার এর মেনুতে যান সেখান থেকে Load Styels এ ক্লিক করুন। আপনার ডাউনলোড করা ষ্টাইল এর লোকেশন চিনিয়ে দিন। তারপর ষ্টাইল এ ক্লিক করে ওপেন এ ক্লিক করুন।

tanbircox.blogspot.com

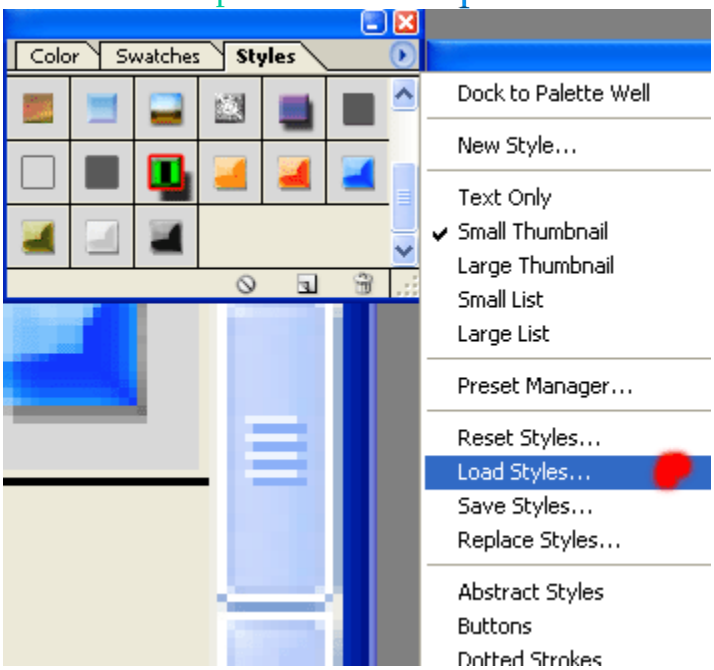

কিছু জনপ্রিয় ষ্টাইল/গিডেন্ট

বিভিন্ন ষ্টাইল ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। তার মধ্যে কিছু জনপ্রিয় ষ্টাইলের নাম ও ডাউনলোড লিংক নিচে দেওয়া হল। ডাউনলোড করে ব্যবহার করুন। যাদের ইন্টারনেট স্পিড কম তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি ষ্টাইলের ফাইলগুলো খুব ছোট আকৃতির হয় বড় জোর ২০ কিলোবাইট।

নামঃ 30 Original Gradients (৩০ টি ষ্টাইল)

ডাউনলোড (আট কিলোবাইট)

tanbircox.blogspot.com

নামঃ Golden Metal Gradients (৬টি ষ্টাইল)

ডাউনলোড (আট কিলোবাইট)

নামঃ 26 Gradients (২৬ টি ষ্টাইল)

ডাউনলোড (দুই কিলোবাইট)

নামঃ Ultimate Web 2.0 Layer Styles

ডাউনলোড (ষোল কিলোবাইট)

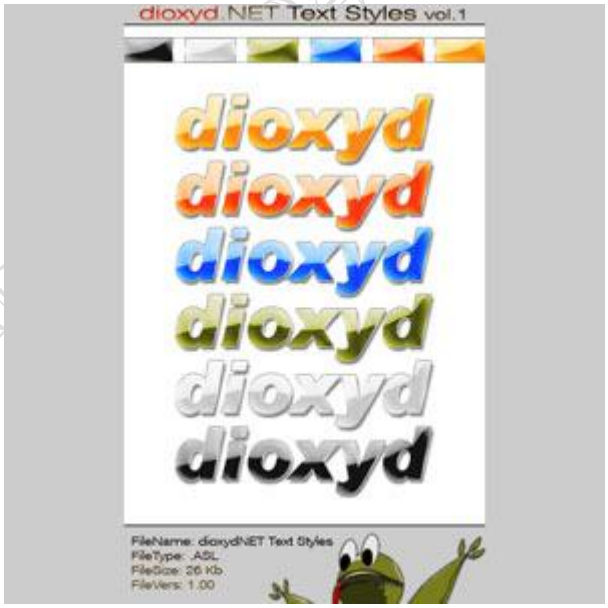

নামঃ 6 photoshop styles (৬টি ষ্টাইল)

ডাউনলোড (তিন কিলোবাইট)

নামঃ Button Design Photoshop Layer

tanbircox.blogspot.com

ডাউনলোড (আট কিলোবাইট)

নামঃ Floral styles (ফাটাফাটি ৮টি ষ্টাইল)

ডাউনলোড (৯৮৮ কিলোবাইট)

tanbircox.blogspot.com

এবার আসি কিছু গিডেন্ট নিয়ে

নামঃ 75 Photoshop Gradients(৭৫ টি গ্রিডেন্ট)

ডাউনলোড (৬৮ কিলোবাইট)

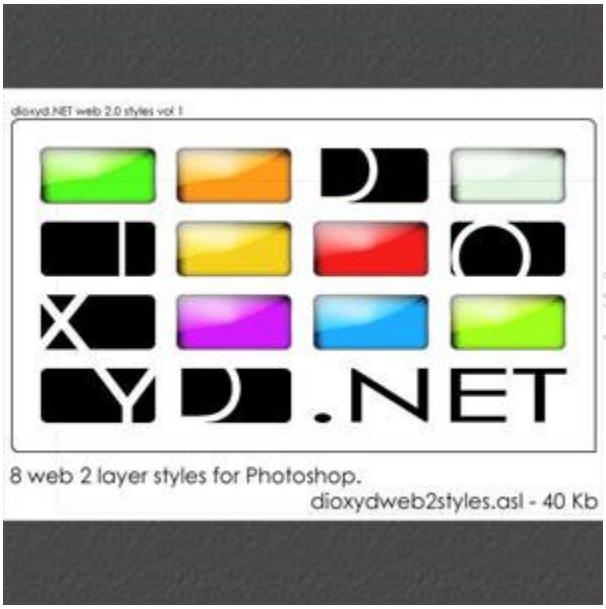

নামঃ web 2 styles vol 1 (১২ টি গ্রিডেন্ট)

ডাউনলোড (চার কিলোবাইট)

নামঃ Skywalker Ps Gradients (৩৫ টি গ্রিডেন্ট)

tanbircox.blogspot.com

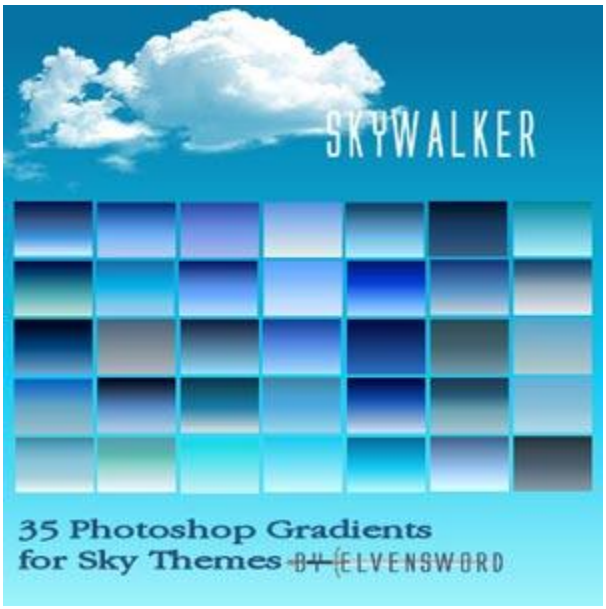

ডাউনলোড (চার কিলোবাইট)

নামঃ Emerald Dragon Ps Gradients (৩০ টি গ্রিডেন্ট)

ডাউনলোড (তিন কিলোবাইট)

নামঃ washed away art (২৫ টি গ্রিডেন্ট)

ডাউনলোড (দুই কিলোবাইট)

নামঃ Coffe Ps Gradients (৬ টি গ্রিডেন্ট)

ইন্টারনেট হতে সংগ্রহীত

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks
প্রয়োজনীয় বাংলা বই ফ্রী ডাউনলোড করতে চাইলে নিচের লিংক গুলো দেখতে পারেনঃ
☆ http://techtunes.com.bd/tuner/tanbir_cox
☆ http://tunerpage.com/archives/author/tanbir_cox
☆ http://somewhereinblog.net/tanbircox
☆ http://pchelplinebd.com/archives/author/tanbir_cox
☆ http://prothom-aloblog.com/blog/tanbir_cox

Tanbir Ahmad Razib

Mobile No:→ 01738 -359 555
E-Mail: → tanbir.cox@gmail.com
Facebook: → http://facebook.com/tanbir.cox
e-books Page: → http://facebook.com/tanbir.ebooks
Web Site : → http://tanbircox.blogspot.com

tanbircox.blogspot.com

I share new interesting & Useful Bangla e-books(pdf) everyday on my facebook page & website .

Keep on eye always on my facebook page & website & update ur knowledge .

If You think my e-books are useful , then please share & Distribute my e-book on Your facebook & personal blog .

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

My DVD Collection 4 U
Complete Solution of your Computer

আপনি যেহেতু এই লেখা পড়ছেন , তাই আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে অভিজ্ঞ ,কাজেই কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় বিষয় গুলো সম্পর্কে ভালো খারাপ বিবেচনা করারা ক্ষমতা অবশ্যই আছে ...

তাই আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ " আপনারা সামান্য একটু সময় ব্যয় করে ,শুধু এক বার নিচের লিংকে ক্লিক করে এই DVD গুলোর মধ্যে অবস্থিত বই ও সফটওয়্যার এর নাম সমূহের উপর চোখ বুলিয়ে নিন।"তাহলেই বুঝে যবেন কেন এই DVD গুলো আপনার কালেকশনে রাখা দরকার!আপনার আজকের এই ব্যয়কৃত সামান্য সময় ভবিষ্যতে আপনার অনেক কষ্ট লাঘব করবে ও আপনার অনেকে সময় বাঁচিয়ে দিবে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুনঃ- "বিভিন্ন ক্যাটাগরির এই DVD গুলোর মধ্যে দেওয়া বাংলা ও ইংলিশ বই , সফটওয়্যার ও টিউটোরিয়াল এর কালেকশন দেখে আপনি হতবাক হয়ে যাবেন !"

আপনি যদি বর্তমানে কম্পিউটার ব্যবহার করেন ও ভবিষ্যতেও কম্পিউটার সাথে যুক্ত থাকবেন তাহলে এই ডিভিডি গুলো আপনার অবশ্যই আপনার কালেকশনে রাখা দরকার..... কারনঃ

☆ এই ডিভিডি গুলো কোন দোকানে পাবেন না আর ইন্টারনেটেও এতো ইম্পরট্যান্ট কালেকশন একসাথে পাবেন বলে মনে হয় না।তাছাড়া এত বড় সাইজের ফাইল নেট থেকে নামানো খুবই কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।এছাড়া আপনি যেই ফাইলটা নামাবেন তা ফুল ভার্সন নাও হতে পারে ..

☆ এই ডিভিডি গুলো আপনার কালেকশনে থাকলে আপনাকে আর কোন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের কাছে গিয়ে টাকার বিনিময়ে বা বন্ধুত্বের খাতিরে "ভাই একটু হেল্প করুন" বলে অন্যকে বিরক্ত করা লাগবে না ... ও নিজেকেও হয়রানি হতে হবে না ।

☆ এই ডিভিডি গুলোর মধ্যে অবস্থিত আমার করা ৩০০ টা বাংলা ই-বুক (pdf) ও ছোট সাইজের প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আপনাদের জন্য বিনামূল্যে আমার সাইটে শেয়ার করে দিয়েছি । কিন্তু প্রয়োজনীয় বড় সাইজের বই, টিটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার গুলো শেয়ার সাইট গুলোর সীমাবদ্ধতা ও ইন্টারনেটের স্লো আপলোড গতির জন্য শেয়ার করতে পারলাম না । তাছাড়া এই বড় ফাইল গুলো ডাউনলোড করতে গেলে আপনার ইন্টারনেট প্যাকেজের অনেক জিবি খরচ করতে হবে ... যেখানে ১ জিবি প্যাকেজ জন্য সর্বনিম্ন ৩৫০ টাকা তো খরচ হবে , এর সাথে সময় ও ইন্টারনেট গতিরও একটা ব্যাপার আছে। এই সব বিষয় চিন্তা করে আপনাদের জন্য এই ডিভিডি প্যাকেজ চালু করেছি ...

মোট কথা আপনাদের কম্পিউটারের বিভিন্ন সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান ও কম্পিউটারের জন্য প্রয়োজনীয় সব বই, সফটওয়্যার ও টিউটোরিয়াল এর সার্বিক সাপোর্ট দিতে আমার খুব কার্যকর একটা উদ্যোগ হচ্ছে এই ডিভিডি প্যাকেজ গুলো ...

আমার ডিভিডি প্যাকেজ গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নিচের লিংকে ক্লিক করুনঃ

All DVD Collection [At a Glance]: এই ডিভিডি গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে ধারনা লাভ করার জন্য ... শুধু একবার চোখ বুলান
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/My-DVD-Collection-4-U.html

E-Education: [মোট দুইটা ডিভিডি , সাইজ ৯ জিবি] আপনার শিক্ষাজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব বাংলা বই ও সফটওয়্যার
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/04/Complete-Solution-of-your-Education.html

Genuine Windows Collection: [মোট তিনটা ডিভিডি, সাইজ ১৩.৫ জিবি]Genuine Windows XP Service Pack 3 , Windows 7 -64 & 32 bit & Driver Pack Solution 13 এর সাথে রয়েছে উইন্ডোজের জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা বই ও সফটওয়্যার
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Genuine-Windows-Collection.html

Office & Documents: All MS Office, documents ,pdf reader & Pdf edit Software এবং প্রয়োজনীয় সব বাংলা বই। যে কোন ধরনের ডকুমেন্ট এডিট , কনভার্ট ও ডিজাইন করার জন্য এই ডিভিডি টি যথেষ্ট , এই ডিভিডি পেলে অফিস ও ডকুমেন্ট সম্পর্কিত যে কোন কাজে অসাধ্য বলে কিছু থাকবে না... আপনার অফিসিয়াল কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারের সম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ী সমাধান...
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/office-documents-soft-dvd.html

All Design , Graphics & Photo Edit Soft: [হয়ে যান সেরা ডিজাইনার]ডিজাইন ,গ্রাফিক্স ও ছবি এডিট সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সব বাংলা ও ইংলিশ ই-বুক ,টিউটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।ভালো ও এক্সপার্ট ডিজাইনার হওয়ার জন্য এর বাইরে আর কিছুই লাগবে না
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Design-and-Graphics-Software.html

All Internet & Web programming Software: প্রয়োজনীয় সব বাংলা ও ইংলিশ ই-বুক ,টিউটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Internet-And-Web-programming-Software.html

All Multimedia & Windows Style Software: A2Z Audio & Video player , Edito & converter . CD, DVD edit ও উইন্ডোজ কে সুন্দর দেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Multimedia-And-Windows-Style-Software.html

5000+ Mobile Applications & games:
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/mobile-software-hardware-dvd-5000.html

3000 +Bangla e-books Collection of best bd Writer:
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/A2Z-Bangla-ebooks-Collection.html